NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

কলকাতা ৯ জুন ২০২৬ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.06.2026, Vol.19, Issue No. 356, 8 Pages, Price 3.00

সত্যমেব জয়তে
Government of Bharat

যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সেবা ও জাতীয় স্বার্থে অবিচল অঙ্গীকারের প্রতীক,
যাঁর কাছে জনকল্যাণই জীবনসাধনা, সেই সেবাব্রতী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে
ভারতের ধারাবাহিক অগ্রগতির সাক্ষী হয়ে দেশ বলছে...

12 বছর বিশ্বাস, বিকাশ, জনকল্যাণের

» গরিব কল্যাণ
- 81 কোটির বেশি মানুষকে প্রতি মাসে বিনামূল্যে রেশন
- 4 কোটির বেশি প্রধানমন্ত্রী আবাস, 10.5 কোটির বেশি উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগ এবং 12 কোটির বেশি শৌচালয়

» যুবশক্তি
- প্রায় 2 কোটি যুবক-যুবতীকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- 40 লক্ষ কোটি টাকার মুদ্রা ঋণ
- 2.2 লক্ষের বেশি স্টার্টআপ
- 10 হাজারের বেশি অটল টিঙ্কারিং ল্যাব

» কৃষক কল্যাণ
- পিএম-কিষান সম্মান নিধির আওতায় 4.3 লক্ষ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান
- 4 কোটির বেশি কৃষককে 2 লক্ষ কোটি টাকা ফসল বিমা সুরক্ষা
- ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে 26 লক্ষ কোটি টাকার বেশি ফসল ক্রয়
- 8 কোটি কৃষককে কিষান ক্রেডিট কার্ড

» নারীশক্তি
- মহিলাদের জন্য 32 কোটিরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্ট
- সেনাবাহিনীতে মহিলাদের স্থায়ী কমিশন
- 3 কোটিরও বেশি লাখপতি দিদি
- 91 লক্ষের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে 10 কোটি গ্রামীণ মহিলার ক্ষমতা বৃদ্ধি

» স্বাস্থ্য
- 70 বছরের উর্ধ্বে প্রবীণদের জন্য 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা
- 60 কোটির বেশি মানুষ আয়ুষ্মান ভারতের আওতায়
- 19 হাজারের বেশি জনঔষধি কেন্দ্রে 90% পর্যন্ত কম দামে ওষুধ

» মধ্যবিত্ত
- 12.75 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় করমুক্ত
- উড়ান যোজনায় 1.6 কোটির বেশি যাত্রীর সাশ্রয়ী বিমান ভ্রমণ
- এমবিবিএস আসন 151% বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় 1.3 লক্ষ

» রাষ্ট্র নির্মাণ
- 26 টি শহরে 1,100 কিলোমিটারের বেশি মেট্রো পরিষেবার সংযোগ
- 164 টি বন্দে ভারত ট্রেন
- অটল সেতু, সুদর্শন সেতু, চেনাব রেল সেতু, বগিবিল সেতু ও পাম্বান সমুদ্র সেতুর মতো বৃহৎ পরিকাঠামো
- বিমানবন্দরের সংখ্যা 74 থেকে বেড়ে 164 হয়েছে

» রাষ্ট্র সর্বাগ্রে
- প্রায় 38,400 কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি
- নকশালমুক্ত ভারতের বাস্তবায়ন এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ
- ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে রাজপথের নাম পরিবর্তন করে কর্তব্য পথ এবং ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের অনুপ্রেরণায় নৌবাহিনীর নতুন পতাকা

» ঐতিহ্য ও উন্নয়ন
- অযোধ্যায় পবিত্র রাম মন্দির নির্মাণ
- কাশী বিশ্বনাথ ধাম, মহাকাল মহালোক এবং কেদারনাথ ধামের পুনর্গঠন

CBC 46101/13/0006/2627

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Rabijan Gaji W/o Madar Gaji, Vill- Swastayangachhi P.O+ P.S.- Polerhat, Dist- South 24 PGS, 700135, আলিপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 14/11/2025 তারিখে 16023 নং এফিডেভিট বলে Rabijan Gaji & Rijia Bibi এক এবং একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সুদীপ (SUDIP) মাইতি, পিতা মধুসূদন মাইতি, গ্রাম বাড়কাশিমপুর, পোঃ- হাট সরবেড়িয়া, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৪৬। আমি ঘোষণা করিতেছি যে গত ০৬/০৬/২৬ তারিখে ঘাটাল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1st class) দ্বারা ৯৭ নং এফিডেভিট বলে আমার পুত্র ঈশান সুদীপ মাইতি, পিতা- সুদীপ (Sudip) মাইতির পরিবর্তে ঈশান (ISHAN) মাইতি হল।

নাম-পদবী

আমি নিমাই দাস পিতা- মৃত লক্ষণ দাস, গ্রাম- শিমুল হাটী, পোষ্ট- আগারআটি, থানা- ন্যাজাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং- ৭৪৩৪৪২ সন্দেশখালী ৯৮ নং বিধানসভার ১০৮ নং পাটের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিমাই অধিকারী পিতা- লক্ষণ অধিকারী আছে, যাহা সংশোধন হয়ে নিমাই দাস, পিতা- মৃত লক্ষণ দাস হইয়াছে, অফিশিয়াল সমস্ত নথিতে এই নামটি আছে এবং আমি সর্বত্র এই নামটি ব্যবহার করিতেছি, আলিপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রাট এর নিকট ০৩/০৬/২০২৬ তারিখে ৪৩০৩৯ নং এফিডেভিটে ঘোষণা করয়িাছি।

Change of Name

I, **Banani Sinha @ Banani S Munda** W/o Krishna Singh Munda & D/o Late Krishna Pada Sinha, residing at Sukantapally, North Bhawanipur, Ho. No.: 325/2, Ward No.: 05, P.O: Kharagpur, P.S: Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur, Pin: 721301, W.B., shall henceforth be known as **Banani Singh Munda** for all purposes & records as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate, (1st class) at Kharagpur, vide Affidavit No. 6256, dated 11/05/2026. **Banani Sinha @ Banani S Munda** and **Banani Singh Munda** both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Deepali Bagra W/O Ravi Bagra R/O 17A, Mandeville Gardens, Kolkata – 700019, P.S – Gariahat, declare that I have changed my name from "Deepali Bagra" to "Deepa Bagra" as declared before Alipore Judges Court (WB) vide affidavit no. 19460 Dated 05.06.2026. Deepali Bagra and Deepa Bagra both are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতা ১) গুড্ডু রাইন, পিতা সারফু রাইন, সাং ঝালদা ওয়ার্ড নং ৪, ও ২) আরমান হুসেন, পিতা সেখ কুরবান, সাং ঝালদা ওয়ার্ড নং ৭, পোঃ + থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া কে আমমোক্তার দাতা ১. শ্রী মিহির কুমার চন্দ্র, ২. শ্রী মনবোধ চন্দ্র, পিতা ৺অমূল্যরতন চন্দ্র, এবং ৩. শ্রীমত্যা নমিতা চন্দ্র, স্বামী অহির চন্দ্র, সাং ঝালদা ওয়ার্ড নং ৪, পো+থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া। ১নং, ২নং দাতার পিতা ও ৩নং দাত্রীর শশুর মহাশয়ের নামিত রেকর্ড জমি ঝালদা মৌজার (JL No. 131) LR খতিয়ান নং 120, LR প্লট নং 2479, পরিমাণ 68.50 ডেঃ জমি বিক্রি করার জন্য Jhalda A.D.S.R. আফিসের 2021 সালের 1570 নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহিতা ১) গুড্ডু রাইন, পিতা সারফু রাইন, ও ২) আরমান হুসেন, পিতা সেখ কুরবান এর নিকট আমার মোক্কেল ঃ-টুনু খান, পিতা ৺মমতাজ খান, সাং ঝালদা ওয়ার্ড নং ৭, পোঃ + থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, Jhalda ADSR অফিসের 2026 সালের রেজিস্ট্রিকৃত 628 নং কোবালা দলিল মুলে LR খতিয়ান নং 120, LR প্লট নং 2479 তে পরিমাণ 1 (এক) ডেসমিল জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে A.D.S.R. Jhalda ও B. L. & L.R.O. Jhalda - I অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa, Advocate
District Judge's Court, Purulia

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ই জুন। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গল বার । নবমী তিথি । জন্মে মীন রাশি, অষ্টত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল , মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 02/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8844 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Mohammad S/o. Sk. Chattar ও Sekh. Mohammad S/o. Sk. S. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12723 নং এফিডেভিট বলে আমি Pulin Howladar (old name), S/o. Laxmi Kanta Howlader R/o. Sukantapally, Mogra, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Pulin Howladar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Pulin Howlader (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Pulin Howlader & Pulin Howladar S/o. Laxmi Kanta Howlader, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 05/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 13565 নং এফিডেভিট বলে আমি Soumen Barui ও Soume Barui S/o. Kanai Chandra Barui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 30 নং এফিডেভিট বলে আমি Sadiya Khatun D/o. Sm Subhendu ও Sadiya Khatun D/o. Subhendu Saikh Mohammed সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 04/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17361 নং এফিডেভিট বলে আমি Bibhas Guchhait S/o. Kashinath Guchhait ও Bibhas Guchhait S/o. Kashinath & Bibhas Kr Guchhait S/o. K N Guchhait সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17518 নং এফিডেভিট বলে আমি Debasis Chattopadhyay S/o. Bimal Chattopadhyay ও Debasis Chatterjee S/o. B K Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 4806 নং এফিডেভিড বলে আমি Mousumi Guin W/o. Moloy Kumar Guin & D/o. Sudhir Mallik, R/o. A. C. Chatterjee Lane, Chandernagore, Hooghly-712136, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কানাড়া ব্যাঙ্কের চন্দননগর শাখার সেভিংস একাউন্টে আমার সঠিক নাম Mousumi Guin-এর পরিবর্তে Mousumi Mallik (আমার বিবাহের পূর্বের নাম) লিপিবদ্ধ আছে। আমি Mousumi Guin ও Mousumi Mallik W/o. Moloy Kumar Guin & D/o. Sudhir Mallik, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি **বৈশাখী সরেন**, পিতা মনু সরেন, সাকিম পশ্চিম জয়কৃষ্ণপুর মালিপাড়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, পঃবঃ, সাঁওতাল সম্পদায় ভুক্ত, আমার নামীয় তপশীলি উপজাতির সাঁওতাল সম্পদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহার তপশীল জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, ৬৬ নং জে.এল. ভুক্ত, পশ্চিম জয়কৃষ্ণপুর মৌজায়, হাল এল.আর. ১৭৫৬ নং খতিয়ানে, ১০৪২ নং দাগে শালি জমি ১৬ শতক। সম্পত্তিটি আমি তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিব। ইচ্ছুক তফসিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাহারা উক্ত সময়ের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় (ফোন নং- ৭০০৩৯৬৬৮০২) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমি নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পন্ন করিব। ইতি- বৈশাখী সরেন

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর দেওয়ানী বিচারক নিম্ন বিভাগ অতিঃ আদালত
টি. এস. - 298/2022

বাদী– তরুন কুমার দে –বনাম- বিবাদী- বাসন্তী চ্যাটার্জ্জী, স্বামী- মৃত সুনিল চ্যাটার্জ্জী, সাং- দাঁইহাট সাহাপাড়া (স্কুলের নিকট), পোস্ট- দাঁইহাট, থানা- কাটোয়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৫০২ এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিতে আপনাকে অবগত করানো যাইতেছে যে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া অত্রাদালতে উপরিউক্ত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, যাহাতে আপনি ১ নং বিবাদী হইতেছেন। এক্ষণে উক্ত মোকর্দ্দমায় আপনার কোন বক্তব্য থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৮.০৭.২০২৬ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবু দ্বারা হাজির হইয়া জানাইবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানীর আদেশ হইবে।

তপশীল

জেলা-নদীয়া, থানা-কালীগঞ্জ, মৌজা- ৯২ নং কামদেবপুর। খতিয়ান নং এল.আর. ৯০/৪, দাগ নং- আর.এস. ৮১, এল.আর. ৯০, পরিমাণ- ২৭ ডেসিমেল আদেশানুসারে- Rabindra Nath Biswas 26.02.26, Sheristader, Civil Judge Jr. Division, 3rd Court, Krishnagar, Nadia.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that the following original title deeds standing in the name of M/s Rai Mata Engineering have been lost/misplaced and are not traceable despite diligent search:

1. Original Deed of Conveyance dated 12th February, 2019, registered in the Office of the District Sub-Registrar-I, Howrah and recorded in Book No. I, Volume No. 0501-2019, Pages No. 20273 to 20297, Being No. 00673 of 2019.
2. Original Deed of Conveyance dated 12th February, 2019, registered in the Office of the District Sub-Registrar-I, Howrah and recorded in Book No. I, Volume No. 0501-2019, Pages No. 20298 to 20324, Being No. 00674 of 2019.

The aforesaid original deeds were lost/misplaced on or about 25th May, 2026 while being carried to an Advocate's office situated at 1B, Old Post Office Street, Kolkata - 700001. A General Diary has been lodged with Hare Street Police Station, Kolkata vide G.D.E. No. 231 dated 3rd May, 2026.

Any person(s), institution(s), bank(s) or authority having possession, custody of the aforesaid original deeds is hereby requested to notify the undersigned in writing within 7 (Seven) days from the date of publication of this notice, failing which it shall be presumed that no person has any objection, claim or interest in respect thereof and necessary steps shall be taken for obtaining certified copies and/or duplicate records from the concerned authorities.

Any person finding the aforesaid original deeds is requested to return the same to the undersigned at the address mentioned below.

If anyone finds the aforesaid original Deed please return the same to us at below mentioned address.

Sd/- **Dharmendra Tiwari**, Advocate
High Court at Calcutta,
1B Old Post office Street, 4th Floor,
Kolkata- 700001. Mob- 7980416440

ডিষ্ট্রিক্ট, ডেলিগেট আদালত হুগলী, চুঁচুড়া
অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৩৩/২০২৫
বিজ্ঞপ্তি

দরখাস্তকারী:- শুভম ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন ঘোষ, নিবাস- গ্রাম-খন্যান, কালিতলা, পোস্ট- খন্যান, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৪৭, পঃ বঃ ।

এতদ্বারা **স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন ঘোষ**, পিতা- স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নিবাস- গ্রাম-খন্যান, কালিতলা, পোস্ট-খন্যান, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৪৭, পঃ বঃ, এর স্বার্থে সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে অত্র দরখাস্তকারী স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে পাইবার জন্য উপরোক্ত মোকদ্দমাটি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহার কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবু মারফত আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় মোকদ্দমাটি এক তরফা বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের পান্ডুয়াস্থিত সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডের অ্যাকাউন্ট নাম্বার ৬৯০৪ এর অন্তর্গত একটি ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট যাহার নাম্বার ০৮৩৭৭৮ মূল্য ১৬,০০০/- (ষোল হাজার) টাকা এবং একটি লকার যাহার নাম্বার ৫/৮৪ উহার ভিতরে স্থিত যাহা কিছু।

শুভম ঘোষ
দরখাস্তকারীর পক্ষে
সুচিত্রা প্রধান
আইনজীবী

জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
জেলা ডেলিগেট আদালত হুগলী, চুঁচুড়া

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the Ld. Civil Judge (Sr. Divn.) 1st Court at Krishnagar, Nadia
NOTICE
TITLE SUIT NO. 32/2023

Plaintiff- Bijoy Krishna Chakraborty, Son of Late Birendra Nath Chakraborty, of Village- Kuthirpara, Srirampur Road Uttar, at Nabadwip, P.O and P.O. Nabadwip, District- Nadia, PIN-741302, Presently residing at C/o Goutam Raha, Village- Bablari-4, P.O.- Bablari, P.S.- Nabadwip, District- Nadia, Pin- 741316.

-Vs-

Defendants- Hobibar Rahaman Khan & Others

Defendant- 7) Sri Satya Ranjan Saha, Son of Late Sakhicharan Saha and husband of Late Gayatri Roy, who happened to be daughter of Late Smt. Gita Roy and Late Tulsidas Roy, resident at Gitanjali Vivekananda Road. P.S.-Dum Dum. P.O.- Rabindranagar, District North 24 Parganas. PIN-700065.

Proforma-Defendant- 8) State of West Bengal, Service through the Secretary, Department of Land and Land Reforms, Government of West Bengal, Office at 'Nabanna Building' 325, Sarat Chatterjee Road, P.O.- Shibpur, Howrah- 711102.

এতদ্বারা অত্র নোটিশের মাধ্যমে জানানো হইতেছে যে, উপরিউক্ত বাদী Bijoy Krishna Chakraborty, ৭ নং Defendant- Sri Satya Ranjan Saha ৮ নং Proforma-Defendant- State of West Bengal, Secretary of L & L.R.O. Govt. of W.B. এর বিরুদ্ধে একটি মামলা আনয়ন করা হইয়াছে যাহা নিম্নলিখিত তপশীলের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে।

অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যদি আপনাদের কোন আপত্তি থাকে তাহলে আপনি বা আপনার কোন মনোনিত ব্যক্তি বা আপনার নিযুক্তিয় উকিল বাবু দ্বারা হাজির হইয়া অভিযোগকারীর অভিযোগ পত্রের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি বা জবাব দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Schedule "A" of Property

District -Nadia, Block & P.S.- Nabadwip, Mouza Bablari Dewanganj, J.L. No. 003, L.R./Sabek Dag No. 908, L.R. Khatian No. 292, area of Land- 0.23 acres (arose out of 2.81 acres).

Schedule "B" of land

District-Nadia, Block & P.S.- Nabadwip, Mouza Bablari Dewanganj, J.L. No. 003, L.R./Sabek Dag No. 908, R.S. Khatian No. 527, L.R. Khatian No. 292, area of Land -0.03 acres (arose out of 0.23 acres).

BY ORDER
Rajnarayan Banerjee
Sheristader
Civil Judge (Sr. Division)
1st Court, Krishnagar,
Nadia, 23/03/26

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতা শ্রী অনিল মাহাত, পিতা অভিরাম মাহাত, সাং খাটজুড়ি, পোঃ মসিনা, থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া কে আমমোক্তার দাতা ১. শ্রীমত্যা করুনা দাস, স্বামী ৺ত্রিবেণী দাস, ২. শ্রীমতি কুন্তি দাস, স্বামী শ্রী উত্তম কুমার দাস ৩. কলা দাস, স্বামী মধুসূদন দাস, সাং ঝালদা ওয়ার্ড নং ২, পো+থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া। ৪. শ্রীমত্যা আশা দেবী, স্বামী ৺রাম নারায়ন দাস, সাং কাড়ারিয়া, পো+থানা জরিডি, জেলা বোকারো, ৫. শ্রীমতি শিখা দেবী, স্বামী শ্রী পঙ্কজ কুমার দাস, ও ৬, শ্রীমতি পূজা দেবী, স্বামী শ্রী সুশিল কুমার দাস, সাং+ পো কুরা, থানা চাষ, জেলা বোকারো। ১নং দাত্রীর স্বামীর ও ২ থেকে ৬ নং দাত্রীর পিতার নামিত রেকর্ড জমি ঝালদা মৌজার (JL No. 131) LR খতিয়ান নং 3300, LR প্লট নং 397, পরিমান 3 (তিন) ডেসমিল জমি বিক্রি করার জন্য Jhalda A.D.S.R. আফিসের 2026 সালের 774 নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহিতা অনিল মাহাত, পিতা অভিরাম মাহাত এর নিকট আমার মোক্কেল :- শ্রী অম্বুজ মাহাত, পিতা শ্রী ঠাকুরদাস মাহাত, সাং বড়গাঁতা, পোঃ মাহাতমারা, থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, Jhalda ADSR অফিসের 2026 সালের রেজিস্ট্রিকৃত 976 নং কোবালা দলিল মুলে LR খতিয়ান নং 3300, LR প্লট নং 397 তে পরিমাণ 3 (তিন) ডেসমিল জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে A.D.S.R. Jhalda ও B. L. & L.R.O. Jhalda -I অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa
Advocate,District Judge's Court, Purulia

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **Purabi Paul** W/o Amarendra Nath Paul, 2). **Runu Mitra** W/o Kamal Mitra, 3). **Subhosree Sarkar** W/o Tapan Sarkar, 4). **Suhash Pal** S/o Late Bijoy Krishna Pal 5). **Swarnalata Paul** W/o Late Bijoy Krishna Paul for total area 103 Dec. executed General Power of Attorney in respect of 103 Dec. property, vide Deed No IV-1492 at Kolkata on 12/03/2008 in favour of (Dr. **Santanu Pal** & **Samiran Paul**) S/o Late Bijoy Krishna Pal in respect of 103 Dec. property, R.S. Plot No. 2289 & 2293, Khatian No. 1315, R.S, J.L. No. 232, Mouza- Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx area 103 Dec. of the said property to **Satyabrata Dutta** S/o Late Kalimohan Dutta & **Kalpita Maity** W/o Anup Kumar Maity, resident of Kaushllya, P.O.- KGP, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-355/2009 of Kharagpur A.D.S.R. on 19/01/2009. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গা, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিপ্লব নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬৩ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এস. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৫৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার গুপ্ত জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৪৮৮৯৮

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, পোঃ- জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯৯৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্নার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা- কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৯৮৬/৯০৯৩৮৮৮৫৩০।

সুজন্তা উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অধর, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২০৩৫৪৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- কৃষ্ণ দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর বড় কোল, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইকন্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৯৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাত্র, দেভোগিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/৭০৭৪৪৯৮৮৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মাইতি, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৮৮৯৯/৯৯৩২৭৭৭৭৯৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র দত্ত, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮৩০৪৪৪৬

শিবাঙ্গী অ্যাড এজেন্সি,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (রিকিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি'অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, নয়ানগর রোড, পোঃ-খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৭৯৬৩৩৫/ ৮৪৩৯৯৩০১৯।

চণ্ডীগড়ে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ)-এর ইন্ডিয়া রিজিয়ন জোন-২, নর্থ জোন কনফারেন্সে যোগ দিতে ৮ জুন থেকে ১০ জুন পর্যন্ত চণ্ডীগড়ে পৌঁছলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু। তাঁর সঙ্গে সফরে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রধান সচিবও।

সম্মেলনের ফাঁকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ, লোকসভার অধ্যক্ষ, হরিয়ানা বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিভিন্ন দিক নিয়েও মতবিনিময় করা হয়।

বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সমস্ত বৈঠকই অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যে দোষী অফিসার ও আমলাদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তে ছাড়পত্র রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে সিবিআই তদন্তের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বিধিনিষেধ তুলে দিল রাজ্য সরকার। সোমবার স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে দিল্লি স্পেশ্যাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট (ডিএসপিই)-কে রাজ্যের সর্বত্র তদন্তের জন্য 'জেনারেল কনসেন্ট' বা সাধারণ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আর প্রতিবার আলাদা করে রাজ্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হবে না, এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে সিবিআইয়ের সাধারণ অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। সেই কারণে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে পশ্চিমবঙ্গে কোনও নতুন মামলায় তদন্ত শুরু করতে গেলে আদালতের নির্দেশ বা রাজ্য সরকারের পৃথক অনুমতির প্রয়োজন হত। নতুন সরকারের সিদ্ধান্তে সেই অবস্থার পরিবর্তন হল। সোমবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দিল্লি স্পেশ্যাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৪৬-এর ৬ নম্বর ধারার অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিবিআইকে রাজ্যের সমগ্র এলাকায় তদন্তের ক্ষমতা প্রদান করছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা, কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর সংস্থার কর্মী এবং তাঁদের সঙ্গে যুক্ত বেসরকারি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তে এই অনুমতি কার্যকর হবে। তবে বিজ্ঞপ্তিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তও রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত শুরু করতে হলে সিবিআইকে আগের মতোই রাজ্য সরকারের পূর্বলিখিত অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ রাজ্যের নিজস্ব আমলাতন্ত্র ও সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবাধ তদন্তের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

সরকারি সূত্রের মতে, বিজ্ঞপ্তিটি অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে। একই সঙ্গে অতীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দেওয়া পৃথক সম্মতি বা অনুমতির ব্যবস্থাও বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্র ও রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির বার্তা দিচ্ছে। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছিল, দুর্নীতির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সিবিআইকে অবাধে কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। ক্ষমতায় আসার পর সেই প্রতিশ্রুতিরই বাস্তবায়ন করল শুভেন্দু অধিকারী সরকার। অন্যদিকে বিরোধীদের একাংশের প্রশ্ন, সাধারণ অনুমতি ফিরিয়ে দেওয়ার ফলে ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা কতটা বিস্তৃত হবে এবং তার রাজনৈতিক প্রভাব কী হতে পারে, তা নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হতে পারে। তবে প্রশাসনিক স্তরে এই সিদ্ধান্তকে পশ্চিমবঙ্গে তদন্ত সংক্রান্ত নীতির একটি বড় পরিবর্তন হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

১৩ জুন ভূমিপুজো, সাঁকরাইলে ৬৫০ কোটি টাকার আমুল প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পশ্চিমবঙ্গে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বড় বিনিয়োগের পথে দেশের অন্যতম বৃহৎ সমবায়ী দুগ্ধ সংস্থা আমুল। হাওড়ার সাঁকরাইল ফুড পার্কে প্রায় ৬০০ থেকে ৬৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি সমন্বিত ডেয়ারি প্রসেসিং প্ল্যান্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে সংস্থাটি। আগামী ১৩ জুন এই প্রকল্পের ভূমিপূজন হওয়ার কথা বলেই নবান্ন সূত্রের খবর। এই প্রকল্প সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন কারখানাটিতে প্রতিদিন প্রায় ১৫ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে। পাশাপাশি প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ কেজি দই, লস্যি ও ঘোল উৎপাদনের পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। সংস্থার আরও দাবি, উৎপাদন ক্ষমতার নিরিখে এটি বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কেন্দ্রগুলির অন্যতম হতে চলেছে।

আমুলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন-এর উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই ইউনিট পশ্চিমবঙ্গে সংস্থার প্রথম সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানাধীন মেগা প্রসেসিং প্ল্যান্ট। এর আগে রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশীদার বা চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এবার সরাসরি নিজস্ব পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করছে দুগ্ধ-জাত সংস্থাটি।

এই প্রকল্পের ফলে রাজ্যের দুগ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন গতি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলার প্রায় ১.২ লক্ষ মহিলা দুগ্ধ উৎপাদক এবং বিপুল সংখ্যক কৃষক এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এর পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্রও তৈরি হবে।

সম্প্রতি নবান্নে আমুলের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণ, দুগ্ধভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা এবং একটি সমন্বিত ডেয়ারি পার্ক তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

শিল্পমহলের একাংশের মতে, সাঁকরাইল ফুড পার্কে এই বিনিয়োগ কার্যকর হলে পূর্ব ভারতে আমুলের সরবরাহ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে দুগ্ধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজন শিল্পের পরিকাঠামোও উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হবে।

রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তর থেকে জেলা ও কমিশনারেট স্তর পর্যন্ত বড়সড় রদবদল করল রাজ্য সরকার। সোমবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুলিশ সার্ভিস সেলের বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা পুলিশ, রাজ্য পুলিশ এবং বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন মিলিয়ে মোট ১৭৯ জন আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস আধিকারিকের বদলি ও পদোন্নতির নির্দেশ জারি হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সরিয়ে দেওয়া একাধিক আধিকারিককে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পদোন্নতির ভিত্তিতে বহু আধিকারিককে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

বদলির তালিকায় উল্লেখযোগ্যভাবে রাজেশ কুমার যাদবকে আইজিপি, বাঁকুড়া রেঞ্জ থেকে আইজিপি এসটিএফ, ঋষিকেশ মীনাকে আইজিপি (প্রভিশনিং) থেকে আইজিপি (অর্গানাইজেশন), গৌরব শর্মাকে আইজিপি ট্র্যাফিক থেকে আইজিপি এসটিএফ, সুকেশ কুমার জৈনকে আইজিপি আইবি থেকে আইজিপি সিসিডব্লিউ এবং দীপ নারায়ণ গোস্বামীকে আইজিপি মালদা রেঞ্জ থেকে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পদে পাঠানো হয়েছে। কলকাতা পুলিশের ক্ষেত্রেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হয়েছে। কুনাল আগরওয়ালকে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম), নীলাঞ্জন বিশ্বাসকে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, কলকাতা পুলিশ এবং একাধিক ডিসি ও যুগ্ম কমিশনার পর্যায়ের আধিকারিককে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

জেলা পুলিশেও ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। অমিত ভার্মাকে হাওড়া গ্রামীণের পুলিশ সুপার, কুমার সানি রাজকে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার, কুনওয়ার ভূষণ সিংকে হুগলি গ্রামীণের পুলিশ সুপার এবং চারু শর্মাকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

পদোন্নতির ভিত্তিতে বেশ কয়েকজন আধিকারিক নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, অম্লান ঘোষ, সন্তোষ কুমার মণ্ডল, দেবরাজ দাস, পলুমতি শরণ্যা, কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন ঘোষ-সহ একাধিক আধিকারিককে পদোন্নতির পর নতুন পদে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবেই এই ব্যাপক রদবদল বলে নবান্ন সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখায় নতুন নেতৃত্ব আনার পাশাপাশি দীর্ঘদিন একই পদে থাকা বহু আধিকারিককে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'বেইমান' আখ্যা দিয়ে অরূপ রায়ের বিরুদ্ধে পোস্টার, হাওড়ায় শুরু রাজনৈতিক জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়কে লক্ষ্য করে বিতর্কিত পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ায়। সোমবার সকালে তাঁর বাড়ির সামনে এবং কালী কুণ্ডু লেন সংলগ্ন এলাকায় একাধিক পোস্টার দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পোস্টারগুলিতে অরূপ রায়কে 'বেইমান' ও 'গাদ্দার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওই পোস্টারে দাবি করা হয়েছে, হাওড়ায় তৃণমূলের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য অরূপ রায় দায়ী। পাশাপাশি ব্যবহৃত ছবিতে তাঁর গলায় জুতোর মালা পরানো হয়েছে, যা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। পোস্টারের নীচে লেখা রয়েছে, আমরা দিদির সৈনিক। যদিও কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি। কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন প্রকাশ্যে এর দায় স্বীকার করেনি। তবে পোস্টারের ভাষা ও বার্তা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। শাসকদলের অন্দরে কোনও অংশের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। প্রশাসনের কাছেও এ বিষয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে কি না, তাও স্পষ্ট নয়। যদিও সম্প্রতি নব তৃণমূল ব্লকে যুক্ত হওয়ার ঘটনায় এই পোস্টার দেওয়া হতে পারে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে গুরুত্বপূর্ণ এক বিধায়ককে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে এমন পোস্টার পড়ায় হাওড়ার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২০৮ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৬ স্বরূপের সাহাপুর কলোনির ফ্ল্যাটে রহস্যময় ঘরের সন্ধান পুলিশের

কলকাতা পুরসভার পরবর্তী মেয়র নিয়ে ধোঁয়াশা লালবাড়ির অন্দরেই ৬

কলকাতা ৯ জুন ২০২৬ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.06.2026, Vol.19, Issue No. 356, 8 Pages, Price 3.00

বাংলাতেও চালু আয়ুষ্মান ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারতে'র আওতায় এল বাংলা। পালাবদল হতেই কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নামে মন্দির থাকায় বরাবর নাকি 'আয়ুষ্মান ভারতে'র বিরোধিতা করেছে পূর্বতন তৃণমূল সরকার। কেন্দ্রের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরের পর সোমবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, 'আজ থেকেই বাংলার মানুষ পাবেন আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা। বিনাব্যয়ে মিলবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা। ১ কোটি ৪৩ লক্ষ পরিবারের সাড়ে ৬ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের আওতায়। এই খাতে বরাদ্দ ৯৭৬ কোটি টাকা।'

আগের সরকারের দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের সঙ্গেই সেই টানাপড়েনের অবসান ঘটিয়ে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য প্রকল্পে যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ। সোমবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের সেই চুক্তি সই হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা-সহ কেন্দ্র এবং রাজ্যের আমলারা। চুক্তি সই হওয়ার পরে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শুভেন্দু।

রাজ্য সরকারের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১ কোটি ৪৩ লক্ষ পরিবারের সাড়ে ৬ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। উপভোক্তারা বছরে সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদবিহীন চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। যদিও এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

এইদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এই প্রকল্প চালুর প্রথম দিন থেকেই পুরনো বা দীর্ঘমেয়াদি রোগের চিকিৎসাও কভারেজের আওতায় থাকবে। দেশের প্রায় ৩৬ হাজার তালিকাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। ফলে ভিন রাজ্যে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকেরাও তাদের কর্মস্থানেও চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।

দিল্লিতেও ছিন্নভিন্ন জোড়াফুল, বিদ্রোহীদের চা-চক্রে শুভেন্দু

সুখেন্দুর পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের ধাক্কার পর থেকেই বড় রাজনৈতিক অস্বস্তির মুখে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার দলের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দলের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় সোমবার সাংসদ পদ-সহ তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিলেন।

তাঁর ইস্তফা সোমবার নয়াদিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতির কাছে ব্যক্তিগতভাবে জমা দেন সুখেন্দুশেখর। এরপরে নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে এক বিবৃতিতে তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই দলের নীতি ও কার্যপ্রণালী নিয়ে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, গত ১৫ বছরে রাজ্যে দুর্নীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং জনবিচ্ছিন্নতার কারণে মানুষের মধ্যে তৃণমূলের প্রতি আস্থা কমেছে। সেই কারণেই বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবি হয়েছে বলে দাবি করেন বর্ষিয়ান এই নেতা।

ইস্তফার পর একের পর এক বোমা ফাটান প্রাক্তন সাংসদ। তিনি বলেন, 'দল যেভাবে চলা উচিত, চলেনি। এত বড় বিপর্যয়ের পর যেভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার ছিল, তা হয়নি। যাঁরা নানা কমিটিতে রয়েছেন, তাঁদের মতামত নেওয়া হত না। নিরুপায় হয়ে তা সত্ত্বেও অনেকে দাঁতে দাঁত চেপে ছিলেন। মানুষ সরকারের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন করেছে। মানুষ যখন অনাস্থাজ্ঞাপন করে তখন আমি বুঝতে পেরেছি দল জনমন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বিক্রি প্রসঙ্গ নিয়ে খোঁচা দেন। তাঁর কথায়, 'ছবি ১০-১৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সঙ্গে তুলনা করছেন। ছবি কিনছেন চিটফান্ডের মালিকরা। দুর্নীতি তো শুরু তখন থেকেই। দলে আদর্শ ছিল না। কর্মসূচি ছিল সিপিএমকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসা আর লুটপাট করা। তা অবশ্য মানুষ কিংবা আমরা বুঝতে পারিনি। একটা সময় দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিল।'

আরজি কর হাসপাতাল-কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ওই ঘটনার পর সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ রাস্তায় নেমে এসেছিল, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল তৃণমূলের সরকারের। যদিও সেই বার্তা দলীয় নেতৃত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই তাঁর অভিমত।

ইন্ডিয়ায় মমতা, এনডিএতে 'তৃণমূল'

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: নয়াদিল্লিতে সোমবার তৃণমূলের একাংশের সাংসদদের পৃথক ব্লক গঠনের উদ্যোগ ঘিরে দিনভর রাজনৈতিক তৎপরতার পর সন্ধ্যায় নতুন জল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল সাংসদ শতাব্দী রায়-এর সরকারি বাসভবন। 'তৃণমূল বিদ্রোহী ব্লক' সূত্রের খবর, লোকসভার স্পিকারের কাছে পৃথক গোষ্ঠী গঠনের প্রক্রিয়া এগিয়ে যাওয়ার পর বিদ্রোহী শিবিরের সাংসদদের নিয়ে সেখানে এক অনানুষ্ঠানিক 'চা-চক্র'-এর আয়োজন করা হয়। ওই বৈঠকে প্রবেশ করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। সোমবার বিকেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব-এর বাসভবনে দীর্ঘ বৈঠকের পরই এই চা চক্রের আয়োজন করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, পৃথক ব্লকের মুখ হিসেবে উঠে আসা কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ একাধিক সাংসদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে। বিদ্রোহী শিবিরের এক সাংসদের বক্তব্য, লোকসভার ভিতরে নতুন সমীকরণ গঠনের পথে অগ্রগতিকে সামনে রেখেই এই অনানুষ্ঠানিক চা-চক্রের আয়োজন।

যদিও তৃণমূলের তরফে এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। যদিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সাংসদদের পৃথক ব্লক গঠনের উদ্যোগ এবং তার পরপরই এই বৈঠক দলের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

উল্লেখ্য, আগেই হাতছাড়া হয়েছে বিধানসভার পরিষদীয় দল। আশঙ্কা সত্যি করেই এবার লোকসভাতেও সংসদীয় দল হাতছাড়া হল। দিল্লিতে বসে সোনিয়া-রাহুল গান্ধির সঙ্গে যখন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক সেই সময়েই তাঁর সাধের সংসার ভেঙে খান-খান। তৃণমূলের প্রায় ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ'তে যোগ দিতে চেয়ে চিঠি দিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে। বিদ্রোহীদের দাবি, সংখ্যাটা আরও বাড়বে। এহেন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রইলেন মাত্র গুটিকয়েক সাংসদ। সেই সংখ্যাটা একেবারে চমকে দেওয়ার মতো।

দলের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার লোকসভার স্পিকারের দপ্তরে ২০ জন সাংসদের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি চিঠি জমা দেন। সেই চিঠিতে তৃণমূলের সংসদীয় দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানানো হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। রাজনৈতিক মহলের মতে, চিঠির বিষয়বস্তু কার্যকর হলে লোকসভায় তৃণমূলের বর্তমান সংসদীয় কাঠামো বড় ধাক্কার মুখে পড়তে পারে। যদিও সংশ্লিষ্ট সাংসদদের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব-এর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে কয়েক জন তৃণমূল সাংসদ উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী-ও ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও বৈঠক সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সাংসদ বা বিজেপি নেতৃত্বের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি মেলেনি, তবে রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ঘটনাকে।

চিঠি প্রধান বিচারপতিকে

■ **বিরোধী জোটের বৈঠকে যোগ দেয় কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম, সিপিআই-সহ ২৫টি বিরোধী দল। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জানান, ভোট-চুরি, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে চিঠি দেবে বিরোধী দলগুলি।**

-বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

বিধানসভায় ঋতব্রতর ঘরে ফিরহাদ, জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতিতে সোমবার বিধানসভায় প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হল। প্রাক্তন কলকাতা পুরসভার মেয়র ও তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিমকে বিধানসভার লবি থেকে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে নিয়ে যান বিধায়ক সন্দীপন সাহা। এই ঘটনাটি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যা সামনে আসতে শুরু করেছে।

বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার অধিবেশনে যোগ দিতে এসে লবিতে বসেছিলেন ফিরহাদ হাকিম। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হন সন্দীপন সাহা। এরপর তিনি ফিরহাদকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি বিরোধী দলনেতার ঘরে যান। সেখানে কী আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলেনি।

তবে দিল্লিতে কাকলির চিঠি কাণ্ডের ঘটনার পর বিধানসভায় ফিরহাদ-ঋতব্রত সাক্ষ্যাৎ যথেষ্টই রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এমন এক সময়ে এই সাক্ষাৎকার, যখন তৃণমূলের অন্দরে সাংগঠনিক ও লোকসভা ও রাজ্যসভা স্তরে বিভাজনের জল্পনা তুঙ্গে। দিল্লিতে তৃণমূলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আলাদা অবস্থান গ্রহণ করে লোকসভায় নতুন সংসদীয় ব্লক গঠনের উদ্যোগ নিচ্ছে, ঠিক সেদিনই বিধানসভার এই ঘটনাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

রাজ্যের শাসকদলের অন্দরে চলমান টানাপোড়েনের আবহে বিধানসভার এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎই আপাতত রাজনৈতিক মহলের নজরের কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

পাকড়াও 'পুষ্পা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ ফলতার 'পুষ্পা'র জারিজুরি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডান হাত' এবার জেলবন্দি। বেঙ্গল এসটিএফ এবং জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার ফলতার জাহাঙ্গির খান। বাংলা-নেপাল সীমান্ত থেকে তাঁকে পাকড়াও করেন আধিকারিকরা।

ফলতার পুনর্নির্বাচনের পর থেকে বেপাত্তা হয়ে যান জাহাঙ্গির। সূত্রের খবর, বাংলা-নেপাল সীমান্তে গা ঢাকা দিয়েছিলেন জাহাঙ্গির। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তান। মোবাইল নম্বরও বদলে ফেলেছিলেন।

বাচ্চাদের নাকি নেপালের স্কুলে ভর্তি করার জন্য খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। সেই সময় নতুন মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে বেঙ্গল এসটিএফের তদন্তকারীরা জাহাঙ্গিরের খোঁজ পান। সেই অনুযায়ী বাংলা-নেপাল সীমান্তে হানা দেন তদন্তকারীরা। হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় 'পুষ্পা'কে। সূত্রের খবর, সীমান্ত পার করে নেপাল পালিয়ে যাওয়ার ছক কষেছিলেন তিনি।

প্রশাসক নিয়োগ

■ মেয়রের পদত্যাগের পর এবার কলকাতা পুরসভার পুর বোর্ড ভেঙে দিল রাজ্য সরকার। পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সোমবার পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, কলকাতা পুর আইন, ১৯৮০-এর ১১৭ ধারার অধীনে অবিলম্বে কেএমসি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মেয়র, মেয়র-ইন-কাউন্সিল, চেয়ারম্যান এবং পুরসভার সমস্ত কমিটির সদস্যদের পদ শূন্য হয়ে গেল। রাজ্য সরকারের নির্দেশে কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পুলিশে রদবদল

■ রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তর থেকে জেলা ও কমিশনারেট স্তর পর্যন্ত বড়সড় রদবদল করল রাজ্য সরকার। সোমবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুলিশ সার্ভিস সেলের বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা পুলিশ, রাজ্য পুলিশ এবং বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন মিলিয়ে মোট ১৭৯ জন আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস আধিকারিকের বদলি ও পদোন্নতির নির্দেশ জারি হয়েছে।

-বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

অভিষেকের বাড়িতে ফের সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধায়কদেরও সই জালিয়াতি মামলায় ফের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডির আধিকারিকেরা। সূত্রে খবর, সোমবার রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের ৭-৮ জন আধিকারিক অভিষেকের বাড়িতে পৌঁছন। সঙ্গে ছিলেন মহিলা আধিকারিকেরাও। সেখানে অভিষেকের খোঁজ করেন সিআইডি আধিকারিকরা। কথা হয় গেটে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে। করা হয় ভিডিওগ্রাফিও। তাঁরা ফোন করে অভিষেককে জানিয়েওছেন যে সিআইডি অফিসাররা এসেছেন। হাতে ফাইল ছিল সিআইডি আধিকারিকদের। এদিকে সিআইডি সূত্রে খবর, এর আগে ২ বার সিআইডির তরফে তলবে করা হয় অভিষেককে। প্রথমে ১ জুন, তারপর ৮ জুন ভবানীভবনে তলব করা হয়। এদিকে সোমবার ৮ জুন ভবানীভবনে হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও শনিবার থেকেই দিল্লিতে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সই-কাণ্ডে সিআইডি যাতে তাঁকে গ্রেপ্তার না করে, সেই রক্ষাকবচ চেয়ে গত বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানান অভিষেক। দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাস তাঁর দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করে দেন। আগামী ১০ জুন এই মামলার শুনানি হবে। এদিন অভিষেক সিআইডিকে দেওয়া চিঠিতে এই মামলার প্রসঙ্গও তোলেন। পাশাপাশি জানান, বর্তমানে তিনি দিল্লিতে রয়েছেন। সেই কারণে সোমবার হাজিরা দিতে পারছেন না বলেও জানান তিনি। সঙ্গে চেয়ে নেন হাজিরার জন্য সময়ও।

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

CESC LIMITED

আমরা গর্বিত
কারণ এই তালিকার
সবচেয়ে নীচে
আমাদের নাম আছে

দেশের প্রধান মেট্রো শহরগুলির বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির তুলনায় CESC ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ অন্যতম কম গ্রস অ্যাভারেজ ট্যারিফ-এ সরবরাহ করে। আমাদের বেসিক ট্যারিফ বিগত ৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে।

শহর	পরিষেবা	GROSS AVERAGE TARIFF* (₹/kWh)
দিল্লি	NDMC	10.25
আহমেদাবাদ	TPL	9.41
বেঙ্গালুরু	BESCOM	9.14
দিল্লি	TPDDL	8.68
মুম্বাই	BEST	8.31
দিল্লি	BRPL	8.25
মুম্বাই	AEML	7.95
দিল্লি	BYPL	7.95
কলকাতা	CESC	7.91

*বর্তমান গ্রস অ্যাভারেজ ট্যারিফ ৩১ মে, ২০২৬ অনুসারে। সরকারি ভর্তুকি (যদি থাকে) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

visit: www.cesc.co.in
Follow us on

বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা: সিঙ্গুরে ফের শিল্পায়ন এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা

স্বপনকুমার মণ্ডল

সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনের দৃষ্টান্তে জোর করে জমিঅধিগ্রহণের বিষয়টি জনমানসে যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল, তা তার অব্যবহিত পরিসরে নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পরের মাস তথা জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস টানা আন্দোলনের মধ্যেই প্রতীয়মান। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গ্রুফের কেমিক্যাল হাবের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তথা 'সেজ'-এর মাধ্যমে সরকারিভাবে দশ হাজার একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের বার্তারই বিরুদ্ধে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির আবির্ভাব ছিল তাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জনমানসের তীব্র প্রতিবাদের ঐকতান। আর সেই প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করতে গিয়ে ২০০৭-এর ১৪ মার্চ যেভাবে চোদ্দোজন গ্রামবাসীকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়, তা শুধু সেই আন্দোলনকে রক্তাক্ত ইতিহাসে সামিল করেনি, বরং সেই আগ্নেয় অস্ত্রে ঝলসানো আলোই জনমানসে প্রতিবাদী মশাল হয়ে ওঠে।

ছাব্বিশের বিধানসভার ভোটের ফলাফলের দিকে সারা রাজ্যের মতো সিঙ্গুরের সিঙ্গুরের মানুষও অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষায় ছিল।

টাটার পরিত্যক্ত জমি অফলনযোগ্য হয়ে বর্তমানে অহল্যাভূমিতে পরিণত হয়েছে । পুরনো মূল্যবোধেও এসেছে আমূল পরিবর্তন । সেখানে নতুন করে কৃষি বনাম শিল্পের দ্বন্দ্ব নেই, নেই ইচ্ছুকঅনিচ্ছুকের দায় নিয়ে কোনও আন্দোলন। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির ভিত্তিতে এসেছে উপেক্ষার বিমুখতা। অন্যদিকে শিল্পায়নের স্বপ্ন আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। সেই সন্ধিক্ষণে ১৮ জানুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে সিঙ্গুরের মানুষের মনে শিল্পায়নের স্বপ্ন জেগে ওঠে। অথচ প্রধানমন্ত্রীর মুখে তার প্রতিশ্রুতি মেলে না। অন্যদিকে তার পাল্টা ২৮ জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গুরের জনসভার আয়োজনে সেই শিল্পের প্রত্যাশা আবারও জেগে ওঠে। সেখানে কৃষি ও শিল্পের সমন্বয়ের বার্তা দেওয়া হলেও শিল্পের প্রত্যাশা এখনও হাতছানি দিয়ে চলেছে । আসলে সময় বদলে যায়, বদলে যায় মানুষের মন। সময়ের সরণিতে ইতিহাসের পালাবদল ঘটে। কৃষি বনাম শিল্পের দ্বৈরথে আজও বহমান । অথচ তার চাহিদায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে । বছর কুড়ি আগে এ রাজ্যে কৃষি বনাম শিল্প নিয়ে যে ভয়ঙ্কর পরিণতি তৈরি হয়েছিল, তা আজও জীবন্ত ইতিহাস । সেখানে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনে যে তীব্র প্রতিবাদের ঢেউ তুলেছিল,তা আজ আর নেই। অনিচ্ছুক কৃষকরাই আজ শিল্পায়নের পক্ষপাতী । সিঙ্গুর থেকে বিতাড়িত টাটা শিল্পগোষ্ঠীর পরিত্যক্ত অফলা জমিতেই এখন টাটাকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন ছড়িয়ে পড়েছে । কৃষির ভিত্তিতে শিল্পের ভবিষ্যৎ দেখতে চাওয়া মানুষের মনেও শিল্পের সাঁঝবাতির রূপকথা জেগে উঠেছে । সেক্ষেত্রে সেদিনের রক্তাক্ত ইতিহাস অবিস্মরণীয় হলেও তাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন ইতিহাস প্রত্যাশা জাগিয়ে চলে । বিধানসভার ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নতুন সরকার গঠনের ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সিঙ্গুরের মানুষের শিল্পায়নের প্রত্যাশা এখন বাস্তবায়নের অভিলাষী। ইতিমধ্যেই সরকারী দলের সভাপতি পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো টাটাকে নতুন সরকারের ফিরিয়ে আনার কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আসলে সরকারি উদ্যোগে শিল্পস্থাপন নিয়ে হুগলি জেলার সিঙ্গুর থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে কৃষি বনাম শিল্পের বুনিয়াদি চেতনায় যেভাবে জনমানসে তীব্র আন্দোলনের পরিসর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা ইতিপূর্বে কখনও লক্ষ করা যায়নি। বিশেষ করে যেখানে কৃষি থেকে শিল্পমুখী আধুনিক চেতনা আপনাতেই সক্রিয়তা লাভ করে, সেখানে শিল্পপ্রতিস্থাপনে সরকারি সক্রিয় উদ্যোগেও জনসমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়াই শুধু নয়, তা প্রতিরোধে আপ্রাণপ্রয়াস তীব্র আন্দোলনে পরিণত হয়। বিশেষ করে উন্নয়নের নামে ভিটেছাড়া করার বার্তায় আত্মসংকটের তীব্রতা শুধু জনসাধারণ্যে সরকারবিরোধী মানসিকতাকে উচ্চকিত করেনি, সেইসঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। তার ফলে তার পরিসর শুধুমাত্র আঞ্চলিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রাজনীতির বৃহত্তর আঙিনায় তা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পের জন্য জোর করে জনিঅধিগ্রহণের বিষয়টি সময়ান্তরে দ্রুতগতিতে সরকারে থাকার নির্ণায়ক শক্তির আধারে সক্রিয়তা লাভকরে। সেক্ষেত্রে জমি দিতে ইচ্ছুকের চেয়ে অনিচ্ছুকের পাল্লা ভারী না-হলেও বাইরের রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয়তায় সেই আন্দোলন মুখরতায় সারারাজ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু তাই নয়, সরকারের পাশাপাশি শাসকদলের তৎপরতায় সেই আন্দোলনকে দমনপীড়নের নির্মম প্রয়াসে সেই আন্দোলন আরও গতিলাভ করে। এজন্য স্বল্পসময়ের মধ্যে সেই আন্দোলন রঙিন গণমাধ্যমের দৌলতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ থেকে সুধীজনের সংবেদনশীলতাকে সক্রিয় করে তোলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণমাধ্যমের সরাসরি সংযোগের বিষয়টি ইতিপূর্বের আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল না। সেক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সংবাদভাষ্য যেভাবে সরাসরি দূরদর্শনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে শুধু জনমত গড়ে তোলাই সহজসাধ্য হয়নি, সেইসঙ্গে সেই আন্দোলন নিয়ে জনমানসে অস্তিত্ব-সংকটের সোপানে পক্ষ- প্রতিপক্ষের অবস্থানজনিত পরিসরটিকেও নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। ২০০৬-এর ডিসেম্বরের সূচনায় টাটাকে গাড়ি শিল্প গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণের জন্য বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ায় অনিচ্ছুক গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ ক্রমে প্রতিবাদের পথে অগ্রসর হয়। সেক্ষেত্রে অচিরেই সেই কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনকে দমনের জন্য আন্দোলনকারীদের উপর নির্মম পাশবিকতা নেমে আসে। ১৮ ডিসেম্বর আন্দোলনে সামিল হওয়া কিশোরী তাপসী মালিক ধর্ষিত হয়ে রেহাই পায়নি, প্রমাণলোপাটে শিকারে জীবনদীপ নেভাতেও বাধ্য হয়। অবশ্য এই নৃশংস হত্যালীলাই অনিচ্ছুক কৃষিজীবীদের যেমন আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে, তেমনই জনসমর্থনের পরিসরকে বিস্তৃতি দান করে । সেই সমর্থন আজ কঠোর বাস্তবতায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, জেগে উঠেছে শিল্পায়নের তীব্র আকুতি ।

অন্যদিকে সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনের দৃষ্টান্তে জোর করে জমিঅধিগ্রহণের বিষয়টি জনমানসে যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল, তা তার অব্যবহিত পরিসরে নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পরের মাস তথা জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস টানা আন্দোলনের মধ্যেই প্রতীয়মান। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গ্রুফের কেমিক্যাল হাবের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তথা 'সেজ'-এর মাধ্যমে সরকারিভাবে দশ হাজার একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের বার্তারই বিরুদ্ধে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির আবির্ভাব ছিল তাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জনমানসের তীব্র প্রতিবাদের ঐকতান। আর সেই প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করতে গিয়ে ২০০৭-এর ১৪ মার্চ যেভাবে চোদ্দোজন গ্রামবাসীকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়, তা শুধু সেই আন্দোলনকে রক্তাক্ত ইতিহাসে সামিল করেনি, বরং সেই আগ্নেয় অস্ত্রে ঝলসানো আলোই জনমানসে প্রতিবাদী মশাল হয়ে ওঠে। যার প্রতিফলন সমাজের প্রায় সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য তা শুধু প্রতিবাদী চেতনাতেই সীমায়িত থাকে না, তার বিপ্রতীপে জনমত গড়ে তোলার প্রয়াসও সক্রিয় হয়। সেক্ষেত্রে শাসকবিরোধী মানবিক অভিমুখে তীব্র সহানুভূতির জোয়ারে আঞ্চলিক পরিসরটি স্বল্প সময়ের মধ্যেই জনমানসের বৃহত্তর চেতনালোকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের প্রতিবাদী জনকণ্ঠের সঙ্গে একাত্মবোধে যেভাবে সংবেদনশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মানুষের জনসংযোগের আবহ রঙিন গণমাধ্যমের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, তাতে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার অচলায়তন অচিরেই ভেঙে যায়। সেদিক থেকে ইতিপূর্বের রাজনীতি সম্পৃক্ত আন্দোলনের সঙ্গে জমিঅধিগ্রহণজনিত আন্দোলনের প্রকৃতি আপনাতেই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন দীর্ঘলালিত রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিই জনবিমুখ মানসপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্নের অবকাশে মূল্যবোধের মূলে আঘাত নেমে আসায় তা থেকে বেরিয়ে আসার সদিচ্ছায় সংবেদনশীল জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তারফলে অস্তিত্বের শিকড়ে টান লাগায় আত্মসমীক্ষার অবকাশে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের সত্রিনয় পরিসরটি রাজনীতি অপেক্ষা মানবিক অভিমুখে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। সেখানে পক্ষ-প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা মানবিক সাপেক্ষই প্রাধান্য লাভ করায় তার রাজনৈতিক মেরুকরণ অপেক্ষা জনগণের স্বাধিকারের প্রশ্নটিই জনমানসে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে শাসকবিরোধী অবস্থানে শুধু বিরোধী দলই নয়, শাসকদলের আদর্শপুষ্ট সমর্থকের সরে আসার বিষয়টিও বিশেষভাবে স্মরণীয়। নন্দীগ্রামের ১৪ মার্চের গণহত্যায় বিশ্বাস ও ভালোবাসার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মাঝে যেভাবে ফাটল ধরিয়ে সেই আদর্শবোধে আঘাত হেনেছে, তাতে সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষণ আন্দোলনের অভিমুখটি মানবতা সুরক্ষার বিপ্লবের দিকে ধাবিত হয়। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অবস্থান থেকে সংগঠিত আন্দোলনই সময়ান্তরে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গণআন্দোলনের রূপ লাভ করে, তা শুধু অভাবিতই নয়, অভিনবও বটে। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ আন্দোলনমুখর পরিসরে বাংলা ছোটগল্পের সাময়িক অনুবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা ছোটগল্পের ইতিহাসে তার পরিচয় বারেবারেই ফিরে এসেছে। এখানে বরং আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়। বাংলার সঙ্গে কবিতার যোগ নিবিড়, ছোটগল্পের সংযোগ তত নয় বলে একটা ধারণা অনেক দিন থেকেই সচল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে বুদ্ধদেব বসুর প্রকট অভিমতেই তা প্রতীয়মান। শেষের জন তো তাঁর 'ছোটগল্পের কথা' প্রবন্ধে বলেই দিয়েছেন, 'বাঙলাদেশ ছোটগল্পের দেশ নয়, ইহা কবিতার দেশ।' শুধু তাই নয়, কবির সংখ্যাবৃদ্ধিতে বুদ্ধদের বসুর অনুসিদ্ধান্ত, 'ইহাতেই বুঝা যায় যে, ছোটগল্প জিনিষটি বাংলার মাটিতে ভালো ফলে না।' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'কল্লোল'-এর ১৩৩৪-এর ভাদ্র সংখ্যায়। ফলে সময়ান্তরে ভাবুক বাঙালি কবিপ্রকৃতির মধ্যেও বাংলা ছোটগল্পের সজীবতা বর্তমান তা তার ফলনের প্রাচুর্যে ও তার গুণমানের উৎকর্ষেই প্রতীয়মান। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের ধারায় ছোটগল্পের বনেদিয়ানা অগ্রসরমান। সেখানে কবিতার পাশে গল্পের সহাবস্থান অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কবিতার আধারের গল্পবীজও শাখা-প্রশাখা মেলেধরেছে। সময়ের সংযোগে তার স্বভাবিক অধিকার ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে সময়ের জনকণ্ঠকে ধারণ করে সময়ের দাবিতে তার সক্রিয় উপস্থিতি সময়ান্তরে আরও সরবতা লাভ করে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের প্রেক্ষিত লেখা গল্পগুলিতে তার পরিচয় অত্যন্ত প্রকট। গণমাধ্যমের দৌলতে জনমানসে তার তীব্র প্রতিক্রিয়ার আঁচের আগুনে শুধু উত্তাপ নয়, মাঝে মাঝে আলোও নিষ্কাশিত হয়েছ। সেক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছোটগল্পও জনসংযোগে গণমাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কবিতার পাশে গল্পের আবেদনও মুখর মনে হয়। অন্যদিকে আন্দোলনের অভিঘাত এতটাই তীব্রতা লাভ করেছিল যে তার অব্যবহিত পরিসরেই তা সংবেদনশীল কবি-সাহিত্যকদের সক্রিয় করে তোলে। ১৪ মার্চের নৃশংস হত্যালীলার পর প্রতিবাদের অভিব্যক্তি নানাভাবে সংবাদপত্রে সংবাদের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে। অবশ্য সিঙ্গুরের আন্দোলন দানা বাঁধার পূর্বেই মহাশ্বেতা দেবীর মতো কথাসাহিত্যিকের প্রতিবাদী কলাম 'দৈনিক স্টেটসম্যান'-এ প্রকাশিত হয়েছে। কবীর সুমনের কবিতাও তাতে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে জয় গোস্বামীর কবিতা তো জনমানসে সাড়া জাগিয়ে তোলে। আন্দোলনের প্রভাব জনমানসকে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তার পরিচয় সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতীয়মান। বাস্তবতার নিষ্ঠুরতায় ক্ষতবিক্ষত মনে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন জেগে ওঠে বলেই ইতিহাস বদলে যায় । তারই আয়োজনে কৃষিমুখী মনেই আজ শিল্পের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে ।

২০০৬-এর ডিসেম্বরে সিঙ্গুর আন্দোলনের অব্যহিত পরিসরেই ২০০৭-এর জানুয়ারিতে গৌতম সরকার সম্পাদিত 'এখন বিসংবাদ'-এ প্রকাশিত কবিতা ও গদ্যের সংকলন 'ভূমিরাক্ষস এবং রাজকুমার' গ্রন্থটি লক্ষ্যের কথাও প্রচ্ছদে মুদ্রিত হয়েছে, 'কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপক সাহিত্য সংকলন'। এই সংকলনে গদ্যাংশে তিনটি গল্পও রয়েছ। অবশ্য সেগুলিতে উচ্ছেদের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, সরাসরি সিঙ্গুরে কীভাবে জোর করে জমিঅধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলেছে তার পরিচয়ের পাশাপাশি বাইরের প্রতিবাদী মানুষের সাহচর্যে কীভাবে প্রতিরোধী গ্রামবাসীদের ভূমিকা সক্রিয়তা লাভ করেছে, তার কথাও উঠে এসেছে। শর্মিলা ঘোষের 'হেই সামালো', সৌমেন্দ্র গোস্বামীর 'বপন'ও বিষ্ণু বিশ্বাসের 'ছোট বকুলপুরের পরের স্টেশন' গল্পত্রয়ের মধ্য তার পরিচয় বর্তমান। অন্যদিকে ২০০৭-এর ১৪ মার্চে নৃশংস প্রাণহানির পর তার প্রতিবাদের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলার লড়াই বাংলা সাহিত্যের বহু শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে । শুধু তাই নয়, সেই ধারা আজও বহমান । কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলন থেকে শিল্প বনাম কৃষির দ্বৈরথে জনমানসে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক প্রতিবাদী আন্দোলন আজও যেমন বিতর্কিত, তেমনই সমান প্রাসঙ্গিক ও বিপ্লবী কণ্ঠস্বর । যেখানেই জমি দখলের বিরোধিতা উঠে আসে,সেখানেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে কথা মুখে মুখে ফেরে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলন চলমান ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে, ভাবা যায়! অথচ সেই ইতিহাসই সময়ান্তরে প্রয়োজনের স্বার্থে সময়ের দাবির প্রতি আনত হয়ে শিল্পায়নের পথে ধাবিত হতে চায় । এই চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়,বরং জীবন জীবিকার স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি । সিঙ্গুরের অচাষযোগ্য অফলা জমিতেই শিল্পের চাষ যে জীবিকাকে শুধু সমৃদ্ধ করবে না, জীবনকেও নবজীবন দান করবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । সেই স্বপ্নে বিভোর হতে চাওয়া সেদিনের অনিচ্ছুক কৃষক আজ নতুন ভোরের অধীর প্রতীক্ষায় জেগে আছে, সেটাও ভাবা যায়! অন্যদিকে বিধানসভার ভোটে শাসকদলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সিঙ্গুরের শিল্পায়ন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

পালাবদলের সুফল, জট কাটছে বরানগর-ব্যারাকপুর মেট্রো করিডরের

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিচ্ছে বঙ্গবাসী। রাজ্যে এখন ফুরফুরে আমেজ। পূর্বতন সরকারের বাধায় কেন্দ্রের একের পর এক জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বাংলা। তবে বদলেছে সময়, বদলাচ্ছে চারপাশ। এই আবহে এবার বড় খবর এল মেট্রোরেল বিভাগ থেকে। অরেঞ্জ লাইনের জট কাটার পর আশা জাগালো মেট্রোর পিঙ্ক লাইন বা বরানগর-বারাকপুর করিডর। কলকাতা মেট্রোর পিঙ্ক লাইনের অভিশপ্ত দশা কাটেনি ১৬ বছরেও। প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছিল সেই ২০১০ সালে। অথচ কাজ একটুও এগোয়নি। এমন অবস্থায় সাধারণ ভাবে প্রকল্প বাতিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু হয়তো কোনও অসম্ভবের আশাতেই এই প্রকল্প বাতিল করেনি রেল বোর্ড। প্রতি বছর বাজেটে সামান্য অর্থ বরাদ্দ করে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল বরাহনগর-ব্যারাকপুর মেট্রো প্রকল্প। অবশেষে তার সুফল মিলতে চলেছে। চিংড়িঘাটার সমস্যা মেটায় অরেঞ্জ লাইনের অভিশাপ কেটেছে। এবার স্বপ্ন দেখাচ্ছে পিঙ্ক লাইনও। উত্তর শহরতলির ব্যস্ত জনপদ হল বরাহনগর। সেখান থেকে মহকুমা শহর ব্যারাকপুর। ২০১০,এ এই ১২.৫ কিমি দীর্ঘ এলিভেটেড মেট্রো পথ অনুমোদিত হয়েছিল। পরে ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর জমা পড়ে। কিন্তু তারপরই ওই প্রকল্পের কাজ থমকে যায়, কেন, কেউ জানে না। কার্যত হিমঘরে চলে যাওয়া সেই প্রকল্পেরই এবার পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর এতেই খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে গোটা উত্তর শহরতলি জুড়ে। এতদিন যে জগদ্দল পাথর বাংলার বুকে চেপে বসেছিল তা একটু একটু করে এভাবেই সরবে। বাস্তব বলছে, প্রকল্প আটকে রাখার পিছনে পুরো সমস্যাটাই তৈরি করা হয়েছিল পূর্বতন সরকারের আমলে। সব কিছুর হাততালি নিজেরা কুড়াতে গিয়ে বাংলার মানুষের সর্বনাশ করে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তবে আশার কথা। মেঘ কেটে গিয়ে ফের সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে।

শব্দছক ১৮৩

রবি দাস

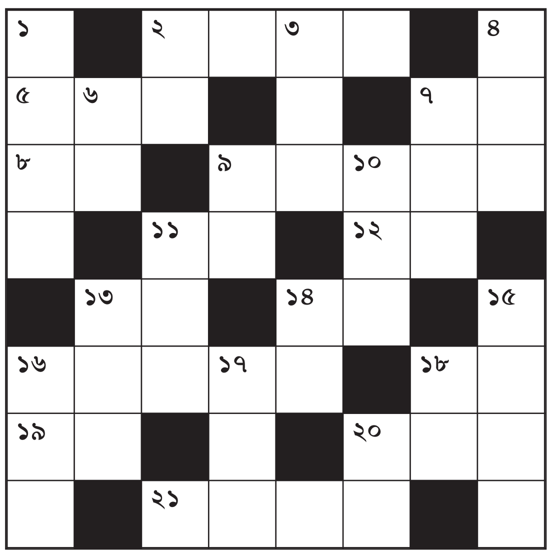

পাশাপাশি: ২. চাঁদ ৫. অভ্যন্তর ৭. ধারাবাহিকভাবে ৮. নাটকের অভিনেতা ৯. সরস্বতী পুজা ১১. জীবন সুরক্ষা ১২. হনন করা ১৩. নিরেট মূর্খ ১৪. শক্তি ১৬. সর্বদা সবুজে সবুজ থাকা ১৮. রুখে দেওয়ার কাজ ১৯. ধ্বনি ২০. ক্ষণভঙ্গুর ২১. নেশার পাতায় আসক্ত যে

ওপর-নিচ: ১. নাটক-সিনেমার চরিত্র ২. তির ৩. পৃথিবী ৪. সুন্দর মনের অধিকারিণী ৬. তীরভূমি ৭. যে মহিলা ক্রন্দনরত ৯. নারী ১০. স্বীয় স্থানে পুনর্সংযোগ ১১. পরিণয় ১৩. গর্ব-এর কাব্যরূপ ১৪. সমতুল বা সম ১৫. যে বা যা শব্দ করে ১৬. পেটের জন্য শুকনো ঔষধি গাছ জলে ভিজিয়ে জলটা পান করতে হয় ১৭. শূণ্যতা ১৮. বারি ২০. আপন-এর বিপরীত

সমাধান ১৮২ — পাশাপাশি: ১. দোলাই ৩. জন্মদিন ৪. তকমা ৫. দাবিহীন ৭. জাত ১০. কদু ১১. সরস্বতী ১৪. নারদ ১৫. অতিভারী ১৬. নশ্বর

ওপর-নিচ: ১. দোপিয়াজা ২. ইতর ৩. জমাদার ৬. হীরক ৮. তস্কর ৯. সতীনারী ১১. দুর্নিবার ১৩ মদন

আজকের দিন

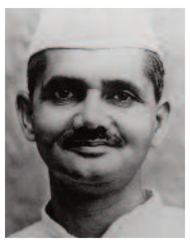

- **১৯৬৪** — লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হন।
- **১৯০০** — শ্রদ্ধেয় আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও লোকনায়ক বিরসা মুন্ডা রাঁচি জেলে মৃত্যুবরণ করেন।
- **১৯৯৯** — কারগিল যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী বাটালিক সেক্টরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সফলভাবে দখল করে।

জন্মদিন

- ১৯৪৯ *বিশিষ্ট পুলিশ আধিকারিক কিরণ বেদীর জন্মদিন।*
- ১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অমিশা প্যাটেলের জন্মদিন।*
- ১৯৮৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোনম কাপুরের জন্মদিন।*

অমিশা প্যাটেল

কোট-আনকোট

যেখানেই হাত দিচ্ছি পচা-দুর্গন্ধ, এ বার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জেল বানাতে হবে।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মেমারি পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ ১১ তৃণমূল কাউন্সিলরের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: পূর্ব বর্ধমানের দাইহাট ও কাটোয়া পুরসভার ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই এবার মেমারি পুরসভায় বড়সড় রাজনৈতিক অস্থিরতা। মেমারি পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী-সহ মোট ১১ জন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর সোমবার তাঁদের পদত্যাগপত্র কার্যনির্বাহী আধিকারিক দেবরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জমা দেন। এই ঘটনায় জেলাজুড়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে।

পদত্যাগী কাউন্সিলরদের মধ্যে রয়েছেন মেমারি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সেখ ইউসুফ, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মানসুরা বেগম, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ড. কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ড. চিরঞ্জীব ঘোষ, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সোনালি বাগ, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাপি ব্যানার্জি, ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিলকিস বেগম, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের রঞ্জিত বাগ, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাশ্মীরা খাতুন এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সুনীল মুর্মু। তাঁরা এদিন পুরসভার দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

এই গণপদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়তেই মেমারিতে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করা হয়, যা এই ঘটনার রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পদত্যাগী চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, কোনও রাজনৈতিক চাপে পড়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নেননি। বরং, পুরসভায় 'কাজের পরিবেশের অভাবে'র কারণেই তাঁরা সম্মিলিত ভাবে পদত্যাগের পথ বেছে নিয়েছেন।

যদিও এই পদত্যাগপত্রগুলি এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে প্রশাসন সূত্রে কিছু জানানো হয়নি। এর আগে দাইহাট এবং কাটোয়া পুরসভাতেও একই ধরনের পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে, যা রাজ্যের পুর প্রশাসনে অস্থিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এবার মেমারি পুরসভায় কে বসবে।আগামী ভবিষ্যৎ কি হবে সেই দিকেই তাকিয়ে এলাকার মানুষ।

পাণ্ডবেশ্বরে পঞ্চায়েতে ভাঙন, প্রধান-উপপ্রধান-সহ একাধিকের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার তৃণমূল পরিচালিত নবগ্রাম পঞ্চায়েতে বড়সড় ভাঙনের ছবি সামনে এল। সোমবার একযোগে পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ একাধিক সদস্য পদত্যাগপত্র জমা দিলেন পাণ্ডবেশ্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-এর কাছে। ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ইস্তফা জমা দেওয়া সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন নবগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রিয়া বাগদি, উপপ্রধান সতন সৌমগুল এবং আরও কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য। পদত্যাগের কারণ প্রসঙ্গে প্রধান ও অন্যান্য সদস্যরা জানান, গত ৫ জুন ২০২৬ তারিখে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় পূর্বতন বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে থাকা একটি ঘর থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী ও আপত্তিকর জিনিস উদ্ধারের খবর প্রকাশ্যে আসে। সেই ঘটনার পর থেকেই তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের জনপ্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরতে অস্বস্তি ও লজ্জাবোধ করছেন।

তাঁদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষ বারবার প্রশ্ন তুলছেন; ‘দুর্যোগের সময়ে সাধারণ মানুষ ত্রিপল পেল না কেন, অথচ হাজার হাজার ত্রিপল মজুত ছিল?দ এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার মতো পরিস্থিতি বা মানসিক অবস্থায় তাঁরা নেই বলেই দাবি করেছেন পদত্যাগী সদস্যরা। এই পরিস্থিতিতে 'সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি' চেয়ে বিডিওর কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাণ্ডবেশ্বরের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিরোধীদের দাবি, এই ঘটনা তৃণমূলের অন্দরেই ক্ষোভ ও অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গণধর্ষণের অভিযোগে বান্ধবী-সহ গ্রেপ্তার চার, মহিলা সমিতির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে বান্ধবী-সহ গ্রেপ্তার চার। অভিযুক্তদের দুর্গাপুর মহাকুমা আদালতে পেশ করল দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সিমরন তামাং, আজহারউদ্দিন মল্লিক, সুবীর দাস ও রাজকুমার দে। রাজকুমার দে হোটেল ম্যানেজার।

অভিযোগ, বুদবুদ এলাকার সিমরান তামাং নামে এক তরুণী বুদবুদের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে বাড়ি থেকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যায়। তারপর মদ্যপান করায়। মদের সাথে ওষুধ মিশিয়ে দেয় যাতে বেহুঁশ হয়ে যায়। তারপর তিন যুবকের সঙ্গে দুর্গাপুরের কবিগুরু এলাকার একটি হোটেলের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। তারপরেই গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তারপর বুদবুদ বাইপাসে ছাত্রীকে একা ছেড়ে দিয়েই পালায় অভিযুক্তরা। এক টোটোওয়ালা অসহায় দেখতে পেয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। তারপরেই বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে পরিবারের লোকজন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সিটি সেন্টার পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন সারা ভারত মহিলা সমিতির নেত্রী ও কর্মীরা। সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সভানেত্রী শুভমিতা সরকার বলেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শহর হিসেবে পরিচিত দুর্গাপুরে এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই ঘটনা নারী নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, সরকার যদি নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে তার জবাবদিহি সরকারকেই করতে হবে। বিক্ষোভকারীরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

বালুরঘাট বিমানবন্দর চালুতে তৎপরতা, রামমোহন নাইডুর সঙ্গে বৈঠক সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বড়সড় বিপ্লব আনতে এবার বালুরঘাট বিমানবন্দরকে পুনরায় সচল করার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। রেলের পরিকাঠামোগত রূপান্তরের পর, জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের এই স্বপ্ন পূরণ করতে এবার খোদ কেন্দ্রীয় স্তরে দরবার করলেন তিনি। সোমবার নয়া দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সঙ্গে একটি বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন বালুরঘাটের সাংসদ।

বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার বালুরঘাট বিমানবন্দরকে দ্রুত কার্যকরী (ফাংশনাল) করার দাবি জানান এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে নিয়মিত বিমান চলাচলের সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। জানা গিয়েছে, এই বিমানবন্দরটি এতদিন রাজ্য সরকারের অধীনে থাকলেও, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটিকে 'এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'র হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য সরকারের এই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত এবং মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস মেলায় বিমান পরিষেবা চালুর প্রক্রিয়া আরও গতি পেয়েছে।

বৈঠক শেষে সুকান্ত মজুমদার জানান, বালুরঘাট থেকে বিমান চলাচল শুরু করার বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। রানওয়ের দৈর্ঘ্য কিছুটা বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে এবং সেই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়েও সদর্থক কথাবার্তা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তরফ থেকে এই দাবিটি অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই জেলাবাসী বড় কোনো সুখবর পেতে পারেন বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি।

অতীতে এই বিমানবন্দর সচল করার ক্ষেত্রে দৃশ্যত কোনো কার্যকরী পদক্ষেপের অভাব ছিল বলে জেলাবাসীর মনে এক প্রকার ক্ষোভ ছিল। তবে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পর এবার সুকান্ত মজুমদারের হাত ধরে বিমান পরিষেবা চালুর এই তৎপরতা সফল হলে, দক্ষিণ দিনাজপুরের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে বলে আশাবাদী ওয়াকিবহাল মহল।

সাঁইথিয়া পুরসভা থেকে পদত্যাগ চেয়ারম্যান-সহ কাউন্সিলরদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বীরভূমেও পদত্যাগ অব্যাহত। এবার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান-সহ কাউন্সিলররা একযোগে পদত্যাগ করলেন। সোমবার সাঁইথিয়া পুরসভায় চেয়ারম্যান বিপ্লব দত্ত প্রথমে সিউড়ি সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে এসে চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

সাধারণ মানুষ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের অভাব বোধ করায় কাউন্সিলর ও চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বলে জানান বিপ্লব দত্ত। এরপরই সাঁইথিয়া পুরসভার দুজন কাউন্সিলর ছাড়া সকলেই পদত্যাগপত্র সদর মহকুমাশাসকের দপ্তরে এসে জমা দেন। বীরভূমে ছ'টি পুরসভা রয়েছে। সবকটি পৌরসভায় তৃণমূলের দখলে ছিল। সাঁইথিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলর পদত্যাগ করায় সাঁইথিয়া পুরসভার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হল।

তৃণমূল কার্যালয়ে মিলল বস্তাভর্তি শাড়ি, কন্ডোম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: ইন্দাসে তৃনমূলের প্রাসাদোপম দলীয় কার্যালয়ে আছড়ে পড়ল জনরোষ, তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে মিলল বস্তা বস্তা শাড়ি। দলীয় গেস্ট হাউসে মিলল কন্ডোম।

এবার জনরোষ আছড়ে পড়ল বাঁকুড়ার ইন্দাসে তৃণমূলের প্রাসাদোপম ব্লক কার্যালয়ে। সোমবার স্থানীয় ইন্দাস বাজারের মানুষ জমায়েত হয়ে তৃণমূলের প্রাসাদোপম কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দলীয় কার্যালয়ের ভেতরে রাখা মজুত থাকা বস্তা বস্তা শাড়ি মেলে। দলীয় কার্যালয়ের ভেতরে থাকা গেস্ট হাউসে পাওয়া যায় কন্ডোমের প্যাকেট।

গত ১৫ বছর ধরে তৃনমূলের কার্যত গড় হিসাবে পরিচিত ছিল বাঁকুড়ার ইন্দাস। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দাস বিধানসভা তৃণমূলের হাতছাড়া হলেও ইন্দাসের পঞ্চায়েত সমিতি থেকে শুরু করে প্রতিটি পঞ্চায়েতে ছিল তৃণমূলের দাপট। সেই সময় তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ হামিদের নেতৃত্বে ইন্দাস বাজারে গড়ে ওঠে বিশাল ৩ তলাবিশিষ্ট প্রাসাদোপম দলীয় কার্যালয়। কার্যালয়ের ভেতরেই ছিল তৃণমূলের গেস্ট হাউস। সেই গেস্ট হাউসের দামী আসবাব এবং তার সাজসজ্জা বলে বলে গোল দিতে পারত যে কোনও ফাইভ স্টার হোটেলের রুমকে। স্থানীয়দের দাবি, তৃণমূলের ইন্দাস ব্লকের নেতারা সাধারণ মানুষের টাকা লুঠ করে এই বিশাল প্রাসাদোপম দলীয় কার্যালয় তৈরির পাশাপাশি সেখানে থাকা গেস্ট হাউসে দিনের পর দিন আমোদ প্রমোদ করার ব্যবস্থা করেছিল।

কোমা হাতছাড়া তৃণমূলের, প্রধান-সহ ৭ জনের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: রাজ্যে তৃণমূলের পতন হয়েছে। রাজ্যে ছন্নছাড়া তৃণমূল। 'ভয় আউট ভরসা ইন' হয়েছে বীরভূমেও। তাই জেলায় বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা সর্বত্রই তৃণমূল প্রতিনিধিদের পদত্যাগের হিড়িক বাড়ছে । শরীর খারাপের ঘটনাও বাড়ছে তৃণমূল প্রতিনিধিদের মধ্যেও! রাজ্যে পালাবদলের একমাসের মাথায় পদত্যাগ পঞ্চায়েত প্রধান-সহ ৭মেম্বারের। ঘটনাটি সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের কোমা গ্রাম পঞ্চায়েতে।

সোমবার পঞ্চায়েত প্রধান সুমিত্রা টুডু, উপপ্রধান বরুণ মল্লিক সহ আরও পাঁচ পঞ্চায়েত জন প্রতিনিধি সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকে এসে বিডিওর হাতে পদত্যাগ পত্র তুলে দেন। পঞ্চায়েত প্রধান সুমিত্রা টুডু জানান, 'রাজ্যে পালাবদল হয়েছে কিন্তু তৃণমূলের কেউই আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখেনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি পদত্যাগ করলাম।' ৯ সদস্যের পঞ্চায়েতে সোমবার সাতজনই পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ায় পঞ্চায়েত পরিষেবায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে, তবে পুরো বিষয়টিকে মাথায় রেখেই পঞ্চায়েত পরিষেবা যাতে স্বাভাবিক বজায় থাকে তার জন্য সচেষ্ট জেলা প্রশাসন। রাজ্যে পালা বদল হতেই

কেন পদত্যাগ?

সাঁইথিয়া বিধানসভার এলাকার সাঁইথিয়া পুরসভা ও সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের কোমা পঞ্চায়েতে তৃণমূলের দু'জন বাদে সকলেই পদত্যাগ করায় মুখ খুললেন বিজেপির বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, সাধারণ মানুষের কথা না-ভেবে এতদিন শুধুমাত্র তৃণমূলের প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বার্থ দেখেছেন তাদের মানুষ ক্ষমা করবে না তাই আগেভাগেই তারা পদত্যাগ করছেন।

তৃণমূল কার্যালয়ে 'সরকারি সামগ্রী' মজুতের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ সাদা থান, গামছা, লুঙ্গি, ধুতি এবং সরকারি প্রকল্প মিশন নির্মল বাংলার বালতি উদ্ধারের অভিযোগকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরের মামরা বাজার এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে।

বিজেপির দাবি, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুরমাতা লাভলি রায়ের দলীয় কার্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিপুল পরিমাণ সাদা থান ও অন্যান্য সামগ্রী মজুত রাখা হচ্ছিল। অভিযোগ, সেখানে সরকারি প্রকল্পের বালতিও রাখা ছিল। এতেই শেষ নয়, বিজেপির আরও অভিযোগ, দলীয় কার্যালয়ের ভিতর থেকে কুড়ুল, কাটারি-সহ একাধিক ধারালো অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর তরজা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আসন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হতে পারে।

কাউন্সিলরের নামে শ্রীরামপুর পুরসভার সামনে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুর পুরসভার সামনে পড়ল পোস্টার। লেখা হল, 'সাতটি বউ, পাঁচটি রাজপ্রাসাদ,পাঁচশো কোটি টাকার মালিক, শ্রীরামপুরের ত্রাস তৃণমূল কাউন্সিলর উত্তম রায়।' পালা বদলের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হচ্ছেন তৃণমূল কাউন্সিলররা।

শ্রীরামপুর পুরসভার দাপুটে কাউন্সিলর উত্তম রায়। তৃণমূলের টিকিটে প্রথমে ৬ নং ওয়ার্ড পরে ৫ নং ওয়ার্ড মোট চার বারের কাউন্সিলর। জোর করে বাড়ি দখল, বিরোধীদের উপর অত্যাচার সহ তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। এই কয়েক বছরে তাঁর সম্পত্তি কয়েশো কোটি টাকা হয়েছে। দার্জিলিং, দিঘায় রয়েছে একাধিক বিলাসবহুল হোটেল। এখানেই শেষ নয়, বিলাবহুল বাড়ি, অনুষ্ঠান বাড়ি করেছেন তিনি এমনই অভিযোগ।

এরপর রাজ্যে পালাবদলের পর সেই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে সোচ্চার সাধারণ মানুষের একাংশ। এই দুর্নীতিগ্রস্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এবার শ্রীরামপুর পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। উত্তম রায়ের ছবিতে ডিম ছুঁড়ে বিক্ষোভে সামিল তাঁরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই কাউন্সিলের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এ প্রসঙ্গে পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা বলেন, 'আমার কাছে লিখিত কোনও অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলেই আইনগত ভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেওয়া হবে।' উত্তম রায়ের দাবি, তিনি যা করেছেন আইন মেনে করেছেন। কোনও অভিযোগ থাকলে করতে পারেন। তাঁকে বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে।

CAPARO
ক্যাপারো ফিনান্সিয়াল সলিউশনস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিস : ৫০১ - ৫০৩, ৬ষ্ঠ তল, নিউ দিল্লি হাউস, ২৭ বারাখাম্বা রোড, নিউ দিল্লি - ১১০ ০০১। টেলিফোন +৯১-১১-৪৩২৫১১১১
ফ্যাক্স +৯১-১১-৪৩২৫১১৪০। কর্পোরেট আইডেন্টি নম্বর (সিন) U65910DL1994PLC057109

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স কারাণি টেকটেক্স প্রিন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী মতি লাল রাঠি, শ্রী আয়ুশ রাঠি এবং শ্রীমতি মঞ্জু দেবী রাঠি কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে বিশদভাবে বর্ণিত সম্পত্তিটি ক্যাপারো ফিনান্সিয়াল সলিউশনস লিমিটেড (''সিএফএসএল'') কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সুবিধার যথাসময়ে পরিশোধের জামানত হিসাবে সিএফএসএল-এর অনুকূলে বন্ধক রাখা হয়েছে।

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি ১ : একতলা, ২য় তল, ৩য় তল এবং ৪র্থ তল, ১৩বি, রামময় রোড,ওয়ার্ড নং ৭২,বরো নং ৮,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৫।
সম্পত্তি ২ : সমুদয় জমি এবং ভবন , জেএল নং ৭২,আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৯, ২৬ এবং ২৭,খতিয়ান নং ৩৭৪ (পরিমাপ ৩১.৮০০ শতক), তৌজি নং ২১৪বি-১,মৌজ : ধুরী, থানা : বাসন্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত আমঝাড়া, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পত্তি ৩ : সমুদয় জমি এবং ভবন জেএল নং ৭২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৯, ২৬ এবং ২৭, খতিয়ান নং ৩৬০ (পরিমাপ ১.২৮ একর), তৌজি নং ২১৪বি-১, মৌজা : ধুরী, থানা : বাসন্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত, আমঝাড়া, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
মালিক/বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা : মেসার্স কারাণি টেকটেক্স প্রিন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী মতি লাল রাঠি, শ্রী আয়ুষ রাঠি এবং শ্রীমতী মঞ্জু দেবী রাঠি
উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি ২৫ মে ২০২৬ তারিখের একটি বন্ধকী দলিল অনুসারে সিএফএসএল-এর অনুকূলে সৃষ্ট একটি নিবন্ধিত বন্ধকের অধীন, যা কলকাতার সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে যথাযথভাবে নিবন্ধিত।
তদনুসারে, সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা সত্তাকে এতদ্বারা উপরোক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনো প্রকার লেনদেন, কারবার, বিক্রয়, হস্তান্তর, অর্পণ, ইজারা, লাইসেন্স, চার্জ, বন্ধক, দায়বদ্ধতা বা কোনো তৃতীয় পক্ষের অধিকার সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি উপরোক্ত সম্পত্তির সাথে কারবার করলে তা নিজ ঝুঁকি, খরচ এবং পরিণতির উপর নির্ভর করবে এবং সিএফএসএল এই ধরনের কোনো লেনদেনের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না।
এই বিজ্ঞপ্তিটি সাধারণ জনগণের স্বার্থে এবং উপরোক্ত সম্পত্তিগুলিতে সিএফএসএল-এর অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য জারি করা হচ্ছে।

তারিখ : ৯ জুন, ২০২৬ — **ক্যাপারো ফিনান্সিয়াল সলিউশনস লিমিটেড-এর পক্ষে**
স্থান : নিউ দিল্লি — **স্বা/-**
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

শালিমার ওয়ারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৩
ফোন : ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, **ফ্যাক্স** - ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০
ই-মেল আইডি : secretarial@shalimarwires.com
ওয়েবসাইট : www.shalimarwires.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম আহ্বানের জন্য ২৯ মে, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি ৬ জুন, ২০২৬ তারিখে ইমেলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনসহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ সম্পন্ন করেছে এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shalimarwires.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ উপলব্ধ আছে। এছাড়াও, বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা) উপলব্ধ আছে।

এতদ্দ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর রেজিস্টার **বুধবার, ২৪ জুন, ২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত** (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

এতদ্দ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, ২৯ মে, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রম ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং পর্ব **শুক্রবার, ২৬ জুন, ২০২৬ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং সোমবার, ২৯ জুন, ২০২৬ বিকাল ৫টায়** শেষ হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পর দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সকল সদস্যের কাছে নির্দিষ্ট তারিখ অর্থাৎ ২৩ জুন, ২০২৬-এর কার্যদিবস শেষে ভৌত বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার থাকবে, শুধুমাত্র তারাই দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। যে কোনো ব্যক্তি যিনি এজিএম-এর নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী শেয়ারের মালিক, তিনি evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন ক্রেডেনশিয়াল সংগ্রহ করতে পারবেন।

যে সকল সদস্য ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রস্তাবনাগুলিতে ভোট দেননি এবং অন্য কোনো কারণে ভোটদানে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা এনএসডিএল কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এজিএম চলাকালীন ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সকল সদস্য এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারাও ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু তারা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন বা এনএসডিএল-এর এভিপি শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে-কে evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি. -এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা — এস. কে. কেজরিওয়াল
তারিখ : ৮ জুন, ২০২৬ — কোম্পানি সেক্রেটারি

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN : L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউজ', ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০১৭
ফোন: + ৯১ ০৩৩ ২৩০১১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তাদের ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 (''সার্কুলার'') এর মাধ্যমে ''ভৌত সিকিউরিটিজ স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো'' তৈরির ব্যবস্থা করেছে এবং সেই অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি/ক্রয়কৃত সকল ভৌত শেয়ার, যার মধ্যে রয়েছে যেগুলো ভৌত স্থানান্তর পদ্ধতি বন্ধ করার আগে, অর্থাৎ ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে স্থানান্তরের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্রের ঘাটতির কারণে কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং এই ধরনের ট্রান্সফার ডিড পুনর্নথিভুক্তির জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ, অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে বা তার আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুনর্নথিভুক্ত করতে হয়েছিল; ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের বিশেষ সময়সীমার মধ্যে কোম্পানি/আরটিএ-তে একই জিনিস জমা/পুনরায় জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে, সকল ক্ষেত্রেই, দাবিদারদের কাছে মূল নিরাপত্তা শংসাপত্র থাকতে হবে এবং উক্ত শেয়ারগুলি কোনও কারণে বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তর করা উচিত নয়। অধিকন্তু, একবার স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে কেবলমাত্র ডিম্যাট মোডে হস্তান্তরকারীর কাছে জমা হবে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে এবং উক্ত লক-ইন সময়কালে এই ধরণের সিকিউরিটিগুলি স্থানান্তর /বিকল্প ব্যবস্থা/ বন্ধক রাখা হবে না।
আরও তথ্যের জন্য আপনি কোম্পানির কোম্পানি সচিব অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন :

যোগাযোগের ঠিকানা	
সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, ''সিমপ্লেক্স হাউস'' ২৭, শেক্সপিয়র সরণি কলকাতা -৭০০০১৭ ফোন (০৩৩) ২৩০১১২১৫/২১৬/১৬০০ ইমেল : secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com	মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড ৩৮৩, লেক গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০৪৫ ফোন (০৩৩) ৪০৭২৪০৫১/৫২ ফ্যাক্স (০৩৩) ৪০৭২৪০৫০ ইমেল mcssta@rediffmail.com/ mcssta2012@gmail.com

সার্কুলারের একটি কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com-এও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি. এল. বাজোরিয়া
স্থান : কলকাতা — **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**
তারিখ : ০৮.০৬.২০২৬ — **M. No. F3020**

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বাঁকুড়া
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. রঘুনাথপুর রোড, মসজিদের পাশে
মাচানতলা বাঁকুড়া, পিনকোড : ৭২২১০১ পশ্চিমবঙ্গ

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১) দখল নোটিশ

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাংক লি.-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উল্লিখিত তারিখে অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং বিধির সাথে পঠিত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে তাকে/তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরবর্তীতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের উপর সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ এবং খরচ প্রযোজ্য হবে। নোটিশে উল্লিখিত অর্থের জন্য আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড-এর চার্জ প্রযোজ্য হবে। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের দৃষ্টি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে। ২০০২ সাল পর্যন্ত জামানতকৃত সম্পদসমূহ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	শ্রী হংসরাজ ত্রিবেদী (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী ভাস্কর ত্রিবেদী (সহ ঋণগ্রহীতা) ল্যান - ০৭১৩৬৫১১০০০০২৬৩৯ এবং ০৭১৩৬৭৩১০০০০০২৮৬	১. ১২.০২.২০২৫ ২. ০২.০৬.২০২৬ ৩. ২০,৫৯,৭৮৮.৬০ টাকা (কুড়ি লাখ উনষাট হাজার সাতশ অষ্টআশি টাকা এবং ষাট পয়সা) ০১.১২.২০২৪ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক জমি পরিমাপ মোট এরিয়া ১.০১ একর, অবস্থিত গ্রাম এবং মৌজা : বোজাপাথর, জেএল নং ১৪৯, খতিয়ান নং ২৫৯, ৩৬২, ৪৮৪, ৪৫৮, বর্তমানে ৫২৭, এলআর প্লট নং ৩১৯ পরিবর্তিত এরিয়া ০.৪০ একর-মোট এরিয়া ২.৩০ একর থেকে এবং এলআর প্লট নং ৩১৯/১০৭৭ পরিবর্তিত এরিয়া ০.৬১ একর -মোট এরিয়া ২.৪৬ একর থেকে, থানা : সালতোড়া, জেলা : বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি ভাস্কর ত্রিবেদী এর নামে তদস্থিত সমুদয় নির্মাণ চৌহদ্দি : উত্তরে : নথিভুক্ত গ্রাম সড়ক, দক্ষিণে : অবশিষ্ট জমি প্লট নং -৩১৯ এবং ৩১৯/১০৭৭। পূর্বে : জমি প্লট নং ৩২০, পশ্চিমে : জমি প্লট নং ৩১৮ এবং ৩৪২।

তারিখ : ০৯.০৬.২০২৬ — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. এর পক্ষে

বিক্রয়/ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড - দেউলিয়াগ্রস্ত
CIN: U45400WB2008PTC131298
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : হোমল্যান্ড, ১৮বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ৪র্থ তল, ইউনিট - ৩১৬, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০২০
লিকুইডেটর - শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
লিকুইডেটরের ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য় তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা-৭০০০১৩
ইমেল : liquidation.gipl@gmail.com যোগাযোগ নং ৯৮৮৩৩৩৯৮৮২

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২-এর ক্লজ (এ), রেগুলেশন ৩৩-এর সাব-রেগুলেশন (১) এবং শিডিউল I অনুসারে, মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক C.P. (IB)/185(KB)/2018 এবং IA (IBC)/1110(KB)/2025 মামলায় ২৭ জানুয়ারী ২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া দ্বারা কর্পোরেট দেনাদারের সম্পদসমূহকে ''স্বতন্ত্র ভিত্তিতে সম্পদ'' হিসাবে **https//ibbi.baanknet.com** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রয়।

বিবরণ	ই-নিলাম
সম্পদের ধরন	কর্পোরেট ডেটর - স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে সম্পদের বিক্রি ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুউডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে, গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড - এর সম্পদ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' এবং ' পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' বিক্রি করা হবে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ এর প্রকাশনার তারিখ	০৯.০৬.২০২৬
আগ্রহী ডাকদাতারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার নথি সহ অনলাইনে ডাক আবেদন দাখিলের তারিখ	১০.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
বিক্রয় অধীন সম্পদের অবধারণ এবং পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় (আগাম নিবন্ধন সাপেক্ষে)	১০.০৬.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ২৩.০৬.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
আগ্রহী ডাকদাতাদের বায়না দাখিলের তারিখ এবং সময়	১০.০৬.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	বুধবার ০৮.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত (প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
সর্বোচ্চ ডাকদাতার নাম ঘোষণা	১১.০৭.২০২৬
সফল ডাকদাতার নাম ঘোষণা	সম্ভাব্য ১৫.০৭.২০২৬ তারিখ
লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টার্ন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য়তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা - ৭০০০১৩। ইমেল : **liquidation.gipl@gmail.com**

নিলাম রেফা	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ	বর্ধিতকরণ মূল্য
ই-নিলাম	অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩০১, ৪র্থতল, টাওয়ার নং এ২, ইডেন সিটি মহেশতলা, অবস্থিত বি১-৯০/এ/১/নিউ, বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, মৌজা- সারঙ্গাবাদ এবং পুটখালি, কলকাতা- ৭০০১৪১।	আইএনআর ২২,০০,০০০ টাকা	আইএনআর ২,২০,০০০ টাকা	আইএনআর ৫০,০০০ টাকা

সংরক্ষিত মূল্য কর, জিএসটি, টিডিএস, অন্যান্য শুল্ক, চার্জ, ডিউটি, হস্তান্তর ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি, প্রিমিয়াম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত নয়। ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে না।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য :

১. আগ্রহী দরদাতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে **https//ibbi.baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন **support.baanknet@psballiance.com** / মোবাইল নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০।
২. লিকুইডেটর-এর যোগাযোগের বিবরণ শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া, ইমেল **liquidation.gipl@gmail.com**, যোগাযোগ নম্বর ৯৮৮৩৩৩৯৮৮২।
৩. সম্পত্তির বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা/অঙ্গীকারপত্র ফরম্যাট, নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত বিস্তারিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি **https//ibbi.baanknet.com** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
৪. আগ্রহী দরদাতারা, তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে, সম্পত্তির মালিকানা, ইজারা ভাড়া (যদি থাকে), স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করবেন এবং উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইজারা হস্তান্তর চার্জ (যদি থাকে) বহন করবেন এবং নিজ খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হবেন। সম্ভাব্য দরদাতারা লিকুইডেটর এবং তার দলের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপরে উল্লিখিত সম্পদগুলোর বিস্তারিত পরিদর্শন করতে পারবেন।
৫. বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি অবশ্যই ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সাথে পড়তে হবে এবং তাতে উল্লিখিত শর্তাবলীতে সম্মত হতে হবে, যা **https//ibbi.baanknet.com** -এ পাওয়া যাবে।
৬. সম্ভাব্য দরদাতা শুধুমাত্র ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দেবেন।
৭. সম্ভাব্য দরদাতারা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোডের ধারা ২৯এ-এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণাসহ প্রয়োজনীয় নথি ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জমা দেবেন।
৮. **যদি সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে প্রমাণিত করা হয়, যার মধ্যে উপরে ক্রমিক ৬-এ উল্লিখিত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত, তবে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) বাজেয়াপ্ত করা হবে।**
৯. যদি লিকুইডেটর পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তিনি পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে, প্রবিধানের (১২এ) থেকে (১২ ই) ধারায় প্রদত্ত একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী সর্বোচ্চ দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন।
১০. সফল দরদাতা নিলামে তোলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/লিজ হস্তান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সমস্ত স্থানীয় কর, শুল্ক, হার, মূল্যায়ন চার্জ, ফি, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি বহন করবেন।
১১. ই-নিলাম অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে **https//ibbi.baanknet.com**-এ **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত''** পরিচালিত হবে।
১২. বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ও বিক্রয় নথিপত্রের সংশোধন পোর্টালে পাওয়া যাবে।

বৃন্দা বিদাসারিয়া
লিকুইডেটর
মেসার্স গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে)
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
এএফএ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত বৈধ
তারিখ : ০৯/০৬/২০২৬ — **লিকুইডেটরের ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট,**
স্থান : কলকাতা — **২য় তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা-৭০০০১৩**

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৯ জুন ২০২৬, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ মঙ্গলবার

পুজোর ডিউটির পুরস্কার

■ দুর্গাপুজো-সহ বিভিন্ন সরকারি ছুটির দিনে টানা দায়িত্ব পালন করেন পুলিশকর্মী ও হোমগার্ডরা। তাঁদের সেই অতিরিক্ত কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এবারও ১০ দিনের অতিরিক্ত ছুটি মঞ্জুর করল রাজ্য সরকার। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশিত নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের দুর্গাপুজো ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনে ডিউটি করা রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ এবং হোমগার্ডরা এই সুবিধা পাবেন। তবে এই ছুটি পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্তও রয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দুর্গাপুজো ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনে যাঁরা ৭ দিনের বেশি ডিউটি করেছেন, তাঁরাই অতিরিক্ত ছুটির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

জমি অধিগ্রহণে গতি আনতে পদক্ষেপ

■ বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য সরকারি বা বেসরকারি জমি অধিগ্রহণ এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে জমির মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ করতে রাজ্য সরকার নতুন অনলাইন ব্যবস্থা চালু করল। নতুন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্র, রাজ্য সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জমির মূল্যায়ন করতে পারবে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, জমির মূল্য নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রাজস্ব অধিকর্তার ওয়েবসাইটে থাকা 'ভ্যালুয়েশন ফর নন-রেজিস্ট্রেশন' (ভিএনআর) মডিউলের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনকারী সংস্থাকে নির্ধারিত অনলাইন ফর্ম পূরণ করার পাশাপাশি স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র এবং নির্ধারিত ফর্ম আপলোড করতে হবে। রাজ্য সরকারের নির্দেশে স্পষ্ট করা হয়েছে, আবেদন জমা দেওয়া থেকে শুরু করে অনুমোদিত মূল্যায়নের তথ্য জানানো পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া পাঁচদিন কর্মদিবসের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

বুধ থেকে বাড়বে ঝড়বৃষ্টি

■ সুখবর শোনাল মৌসম ভবন। ২-৩ দিনের মধ্যে বর্ষা আসছে উত্তরবঙ্গ-সিকিমে। আর এই প্রাকবর্ষাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে। সোমবার থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে থাকলেও দক্ষিণবঙ্গের জন্য সুখবর নেই। নির্ধারিত সময়ে আসছে না বর্ষা। আপাতত কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। তবে দুপুরের পর বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির দাপট কিছুটা কম থাকলেও, বুধবার থেকে পরিস্থিতি বদলাবে। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কালবৈশাখীর সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সব জেলাতেই ৩০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সংলগ্ন উপকূলে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রপৃষ্ঠে ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার কারণে আগামী ২৪ ঘণ্টা মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী বুধবার ও বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি রয়েছে। সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

স্বরূপের সাহাপুর কলোনির ফ্ল্যাটে রহস্যময় ঘরের সন্ধান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের সাহাপুর কলোনির ফ্ল্যাটে একটি রহস্যময় ঘরের সন্ধান পেল পুলিশ। রহস্যময় আখ্যা দেওয়ার কারণ, এই ঘরে রয়েছে ডিজিটাল লক। সেই লক ভাঙতে সোমবার ধৃত স্বরূপকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে যায় পুলিশ। তবে স্বরূপ ওই ঘরটির ডিজিটাল লকের কোড দিতে পারেননি। রুমটি খোলার জন্য চাবি ভাঙার লোকও নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই ঘর খোলা সম্ভব হয়নি। ফলে ওই ঘরটিতে কী রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তদন্তকারীদের অনুমান, এই ঘরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি লুকনো থাকতে পারে।

প্রসঙ্গত, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী হিসেবেই চিরকাল পরিচিতি পেয়ে এসেছেন অরূপ বিশ্বাস। বিগত সরকারের আমলে মন্ত্রী হিসাবে বিদ্যুৎ, ক্রীড়ার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। সে প্রভাব কাজে লাগিয়ে স্বরূপ বিশ্বাস নানা কুকর্ম করেছিলেন বলেই অভিযোগ। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, আর্থিক প্রতারণা, রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে প্রভাব খাটানোর মতো একাধিক অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে জমিদখল করে সুরুচি সংঘের মতো নামজাদা ক্লাব চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছে। ক্লাবঘরের দ্বিতীয় তলায় বিলাসবহুল হোটেলের বন্দোবস্ত করে দুষ্কর্ম চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। তাঁর ছত্রছায়ায় বাড়বাড়ন্ত অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসেরও। দু'জনে মিলে টলিউডে একনায়কতন্ত্র চালাতেন বলেই অভিযোগ। স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তা, অস্ত্র আইনেও মামলা রুজু হয়েছে। সেই অভিযোগ ইতিমধ্যে পুলিশের জালে স্বরূপ। অন্যদিকে মেসি কাণ্ডে ক্রমশ বিপদ বাড়ছে অরূপ বিশ্বাসেরও। মেসি কাণ্ডে এখনও থানায় হাজিরা দেননি প্রাক্তন এই মন্ত্রী। এদিকে আবার সোমবার কলকাতা হাই কোর্টে পাননি রক্ষাকবচও। তাঁকে হন্য হয়ে খুঁজছে পুলিশ। যৌন নির্যাতন-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে আগেই অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস গ্রেপ্তার হয়েছেন।

ভোট-পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত পার্থ ভৌমিক ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করা উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার রিপোর্ট কলকাতা হাইকোর্টে জমা দিয়েছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের রিপোর্টে 'কুখ্যাত দুষ্কৃতী' কিংবা গুন্ডাদের তালিকায় ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক এবং প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম উঠেছিল। যদিও ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় এঁরা কেউই গ্রেপ্তার হননি। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ভোট পরবর্তী হিংসার মামলাগুলো পুনরায় চালু এবং দ্রুত পদক্ষেপের দাবিতে সোমবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী অর্জুন সিং-সহ ছয় বিধায়ক এবং বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ। এদিন কমিশনারের কাছে স্মারকলিপিও জমা দিয়ে তাঁরা

ভোট-পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তথা নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, ভোট পরবর্তী হিংসায় যারা অভিযুক্ত, তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে বলা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনায় ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় অবিলম্বে পার্থ ভৌমিক এবং জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করা উচিত। তাছাড়া রাজ পাণ্ডেকেও গ্রেপ্তারের দাবি করা হয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, হালিশহরে ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত সৈকত ভাওয়ালের মামলাটিও পুনরায় খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

বুলডোজার অভিযানে মাঝরাতে উত্তপ্ত যাদবপুর

হকার উচ্ছেদ ঘিরে বামেদের আন্দোলন ঘিরে উঠল রাজনৈতিক প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার রাতেই যাদবপুরে স্টেশন চত্বরে চলে বুলডোজার অভিযান। বাম-কংগ্রেসের হাজার চেষ্টার পরও 'অ্যাকশন' আটকানো গেল না। প্রতিরোধ ভাঙতে হল লাঠিচার্জ। অন্যদিকে বুলডোজার ভাঙল হকারের দোকান। যার জেরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে যাদবপুর।

এদিকে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য-সহ ছয় জন। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ও সৃজন ভট্টাচার্য- সহ ধৃতদের মুক্তির দাবিতে সোমবার ভোর তিনটে থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নং গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ এসএফআই-এর।

সূত্রের খবর, রবিবার মধ্যরাতে যাদবপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন বেআইনি দোকান, গুমটি উচ্ছেদে বুলডোজার আসতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। উচ্ছেদ অভিযান রুখতে যাদবপুরের ২১২ বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকায় সন্ধ্যা থেকে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন বাম-কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। দোকান মালিকদের সঙ্গে ভিড় জমিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশও। বাবাসাহেব আম্বেদকরের ছবি, সংবিধান হাতে 'বুলডোজার হটাও' স্লোগান দিচ্ছিলেন তাঁরা। এদিকে রাত যত গভীর হতে থাকে ততই ধীরে ধীরে এলাকা ঘিরে ফেলতে শুরু করে আরপিএফ, পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী।

এদিকে, এলাকা খালি করে যাদবপুর স্টেশন সংলগ্ন সব দোকান ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাকি যে সব দোকান আছে, সেগুলিকে ১৫ দিনের নোটিস ধরানো হয়েছে রেলের পক্ষ থেকে। এদিকে এদিন যে যাদবপুরের স্টেশন চত্বরে উচ্ছেদের নোটিস পাওয়া দোকানগুলিতে বুলডোজার চলতে পারে, তেমন আশঙ্কাই ছিলই। তারপরই সেখানে উপস্থিত হতে থাকেন বাম এবং কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। তবে তাঁদের উপস্থিতিতেও আটকানো যায়নি বুলডোজারের কার্যকলাপ। বরং রাতেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একাধিক দোকান। তবে বুলডোজার আসতেই তার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করেন এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য এবং বাম-কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। ব্যাপক লাঠিচার্জ করা হয় বুলডোজারের সামনে থাকা নেতা-কর্মীদের উপর। আহত হন সৃজন চক্রবর্তী, নাট্যকর্মী জয়রাজ ভট্টাচার্য-সহ বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জয়রাজের মাথা ফেটেছে বলে সূত্রের খবর। সব মিলিয়ে আহত অন্তত ১৫।

যদিও যাদবপুরে অবৈধ হকার উচ্ছেদ ঘিরে বামেদের আন্দোলন ঘিরে উঠল রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করল। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ঘটনাটি শুধু উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বামেদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে শহরের বিভিন্ন স্টেশন ও জনপরিসরে অবৈধ দখল, যানজট এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নেওয়ায় বামেদের রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমালোচকদের মতে, পুনর্বাসনের দাবি ভিন্ন বিষয় হলেও অবৈধ দখলমুক্ত করার প্রশাসনিক উদ্যোগের বিরোধিতা বৃহত্তর নাগরিক সমাজের একাংশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বামেদের একাধিক আন্দোলন আলোচনায় এলেও তা ভোটের বাক্সে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দিতে পারেনি। ফলে যাদবপুরের ঘটনাকেও অনেকেই বামেদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন। বিশেষ করে নির্বাচনী পরিসরে ধারাবাহিক দুর্বল ফলাফলের পর রাস্তায় আন্দোলনের মাধ্যমে জনসংযোগ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে বাম নেতৃত্ব, এমন মতও রয়েছে রাজনৈতিক মহলের একাংশে। তবে বাম নেতৃত্ব এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের দাবি, এটি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং জীবিকা হারাতে বসা শত শত হকারের পাশে দাঁড়ানোর আন্দোলন।

তলবের একদিন আগেই ইডি দপ্তরে হাজিরা শ্রেয়া পাণ্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে সোমবার উপস্থিত থাকতে দেখা গেল শ্রেয়া পাণ্ডেকে। সোনা পাপ্পুর মামলায় তাঁকে তলব করেছিল ইডি। মঙ্গলবার হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। তবে এর একদিন আগেই ইডির দপ্তরে উপস্থিত হন শ্রেয়া। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মামলায় মোবাইল পরীক্ষা করে বিভিন্ন চ্যাটে শ্রেয়ার নাম উঠে এসেছে। এরপরই তাঁকে তলব করা হয়। শ্রেয়া যদিও সমাজমাধ্যমে দাবি করেছেন, তিনি স্বেচ্ছায় ইডি দপ্তরে গিয়েছেন। সোমবারের জন্য কোনও সমন পাননি। সঙ্গে তিনি এও জানাতে ভোলেননি যে তিনি সোনা পাপ্পুকে চেনেন না বলেও।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের কন্যা শ্রেয়াকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এর আগে শ্রেয়ার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কল্যাণ শুক্লকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। ইডি সূত্রে খবর, তাঁর বাড়ি থেকে জমি জালিয়াতির নথি মিলেছিল। তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে খবর, সোনা পাপ্পু-মামলায় মোবাইল-সহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস পরীক্ষা করে চ্যাটে শ্রেয়ার নাম উঠে এসেছে। যদিও শ্রেয়া সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে দাবি করেন, সোমবারের জন্য তিনি কোনও সমন পাননি। তিনি স্বেচ্ছায় সেখানে গিয়েছেন। আগে জারি হওয়া কোনও সমনও তিনি অমান্য করেননি। শ্রেয়ার আরও দাবি, সোনা পাপ্পুকে তিনি চেনেন না। ওই মামলাতেই গ্রেপ্তার হয়েছেন ব্যবসায়ী জয় কামদার। তাঁর বাড়িতে কালীপুজোর অনুষ্ঠানে তিনবার গিয়েছিলেন শ্রেয়া। সেখানে শুধু তিনি নন, অন্য দলের রাজনীতিকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্র সরোবরে বিবাদের ঘটনায় নাম জড়ায় বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর। তারপর থেকে তাঁর খোজ মিলছিল না। যদিও সমাজমাধ্যমে লাইভ করেছেন তিনি। গত এপ্রিলে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। একই সঙ্গে ব্যবসায়ী জয়ের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে জয়ের বাড়ি থেকে টাকা ছাড়াও একটি দামি গাড়ি এবং বেশ কিছু সম্পত্তির নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়। রাজ্যে পালাবদলের পরে গত ১৮ মে ইডির দপ্তরে নিজেই হাজির হন সোনা পাপ্পু। প্রবেশের সময়ে পাপ্পুর দাবি, তিনি কোনও দোষ করেননি। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইডি সূত্রে জানানো হয়, পাপ্পুর নামে বেশ কয়েকটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। তোলাবাজি, হুমকি-সহ নানা অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ইডি সূত্রে খবর, কসবা, বালিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করেন পাপ্পু। এবার সোনা পাপ্পু-মামলার তদন্তে শ্রেয়ার নাম উঠে এসেছে বলে খবর।

কলকাতা পুরসভার পরবর্তী মেয়র নিয়ে ধোঁয়াশা লালবাড়ির অন্দরেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার পরবর্তী মেয়র কে হতে চলেছেন এখন এই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছে ছোট লালবাড়ির অন্দরে। কারণ, ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফার পরে তাঁর দায়িত্ব কে নেবেন তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নাম শোনা গেলেও, এই বিষয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি নন। শুধু তাই নয়, এমন এক আবহে কলকাতা পুরসভা আদৌ তৃণমূলের দখলে থাকবে কি না তা নিয়েও আশঙ্কা রয়েইছে। কারণ, একটাই, একের পর এক কাউন্সিলরের ইস্তফা ও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তারিতে কলকাতা পুরসভাতেও রাশ একেবারে আলগা হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের।

মেয়াদ শেষের ৭ মাস আগেই ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফায় পুরসভায় জটিলতা তৈরি হয়েছে। কলকাতা পুরসভাকে দখলে রাখতে দ্রুত মেয়র বসানোর চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা কাউন্সিলরদের ডেকে সই সংগ্রহের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এদিকে সূত্রে খবর, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একটি সাদা পাতায় সই সংগ্রহ করা হচ্ছে কাউন্সিলরদের। রবিবার কাউন্সিলরদের মিটিংয়ে ডেকেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই মিটিং বাতিল করা হয়। এরপর সাদা পাতায় কাউন্সিলরদের সই নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর ওই কাগজে লেখা, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকে মেয়র হিসেবে মনোনীত করবেন, তাঁর প্রতিই আমার সমর্থন থাকবে।' কিন্তু বেশির ভাগ কাউন্সিলরই সই করতে চাননি। বোর্ডের একাধিক মেয়র পারিষদ, বোরো চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর নিজেদের দূরে রেখেছেন সই করা থেকে।

দলের একাংশের দাবি, শোভন চট্টোপাধ্যায়কে মেয়র করা নিয়ে নাকি আলোচনা চলছে। অন্যদিকে ডেপুটি মেয়র পদে অতীন ঘোষের নামও উঠে আসছে। তবে সবই জল্পনার মধ্যে রয়েছে। আপাতত খাতায় কলমে কলকাতা পুরসভায় তৃণমূলের কাউন্সিলর সংখ্যা ১৩৬ জন। তার মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরের সই লাগবে। তবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দের ব্যক্তিকে মেয়র করা সম্ভব। যদিও একটি বাংলা সংবাদমাধ্যমকে শোভন এই বিষয়ে জানিয়েছেন, 'অকারণ মরিচীকার দিকে দৌড়নোর মানেও নেই। যদি নতুন মেয়র হন কেউ, সেটাও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে আসবে এবং সেটা প্রশাসনিক ভাবে কার্যকর হবে। আগে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হোক, তারপর সেটা প্রশাসনে আসবে। তখন স্পষ্ট হবে উত্তর।' পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কথায়, 'কলকাতা পুরসভার নতুন মেয়র নির্বাচনের জন্য ৭২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। পুর-কমিশনারের কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছে। ঠিকঠাক উত্তর না মিললে আইন মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে বসানো হবে প্রশাসক।'

সোহমের গ্রেপ্তারি চেয়ে আদালতে অভিযোগকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর গ্রেপ্তারি চেয়ে এবার আদালতে আর্জি জানাতে দেখা গেল অভিযোগকারীকে। সোহমের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করা হয়েছিল চারু মার্কেট থানায়। অভিযোগে স্পষ্ট জানানো হয়েছিল সিনেমা করার নামে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা নিয়েও কাজ করেননি সোহম।

প্রসঙ্গত, গত ৫ জুন ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ ওঠে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সোহমের সংস্থা সোহম এনটারটেনমেন্টে ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা সোহমকে দিয়েছিলেন অভিযোগকারী কৌশিক কর্মকার।

পুলিশ সূত্রে খবর, কৌশিক আড়িয়াদহের একটি সংস্থার প্রতিনিধি হয়ে সোহম চক্রবর্তীর সংস্থায় ওই টাকা বিনিয়োগ করেন ২০২২ সালে। অভিযোগ, লগ্নির চুক্তি অনুযায়ী সোহম কৌশিকের সংস্থাকে টাকা ফেরতও দেননি এবং চুক্তি অনুযায়ী কাজও করেননি। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের দাবি, যে চুক্তি হয়েছিল সেখানেও সোহমের সংস্থা বেশ কিছু ভুয়ো নথি ব্যবহার করেছিল। সোহমের যে সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ, সেটি চারু মার্কেট থানা এলাকার একটি ঠিকানায় নথিভুক্ত। সঙ্গে এও জানা গেছে, দু'দফায় ৮০ লক্ষ ও ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন সোহমের সংস্থাকে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ছিল। তবে সোহম সে টাকা দেননি বলে অভিযোগ। এরপরই প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয় সোহমের বিরুদ্ধে।

কৌশিকের অভিযোগের ভিত্তিতে চারু মার্কেট থানায় ১৯ মে প্রতারণা এবং জালিয়াতি-সহ একাধিক অভিযোগে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বহু জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগ খতিয়ে দেখে ওই সংস্থার কাছে নথি চেয়ে পাঠানো হবে। প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন করা হবে সোহমকেও। এই ঘটনায় সোহম জানিয়েছিলেন, '২০১৮ সালে একটি ছবি করার কথা হয়েছিল। তৃণা ফিল্মস-এর কর্ণধার তরুণ দাসের সঙ্গে ফোনে কথা বা দেখা হয়নি বলেও জানান সোহম। ইপি অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এবং পরিচালক মহুয়া চক্রবর্তী এসেছিলেন এবং গল্পটি বলেন। আমার পছন্দ হওয়ায় আমি কাজ করব জানাই এবং মহুয়া তখন প্রযোজকের তরফে ১৫ লক্ষ টাকার একটা চেক আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছবিটা আর হয়নি। এর জন্য আমাকে অন্য ছবি বাতিল করতে হয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২১ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থেকে জিতে বিধানসভায় গিয়েছিলেন সোহম। ২০২৬-র নির্বাচনে নদিয়ার করিমপুর আসন থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। তবে বিজেপি প্রার্থীর কাছে দশ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০২৫ সালে নিউ টাউনে এক রেস্তোরাঁ-মালিকের সঙ্গে বচসা এবং মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন অভিনেতা, যা থানা পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

দ্রুত শুনানির আবেদনে সাড়া দিল না আদালত

প্রয়োজনে জামিনের আবেদন করুন, সুজিতকে পরামর্শ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) দায়ের করা এফআইআর বাতিলের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু। তবে সেই মামলায় কোনও রকম শর্টকাট বা দ্রুত শুনানির আবেদনে সাড়া দিল না আদালত। পাশাপাশি আদালত সূত্রে খবর, সোমবার মামলাটির শুনানির আর্জি খারিজ করে আগামী জুলাই মাসে শুনানির দিন ধার্য করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও।

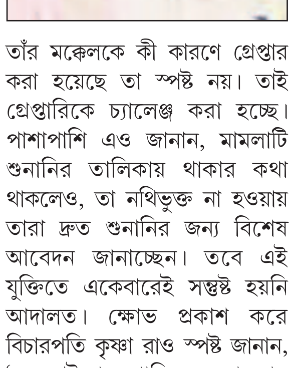

প্রসঙ্গত, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত ১১ মে সুজিতকে গ্রেপ্তার করে ইডি। এই গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন মন্ত্রীর আইনজীবী। এই মামলায় দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। সঙ্গে সুজিতের আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেলকে কী কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তাই গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। পাশাপাশি এও জানান, মামলাটি শুনানির তালিকায় থাকার কথা থাকলেও, তা নথিভুক্ত না হওয়ায় তারা দ্রুত শুনানির জন্য বিশেষ আবেদন জানাচ্ছেন। তবে এই যুক্তিতে একেবারেই সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট জানান, 'এফআইআর খারিজের মামলায় কিসের এত দ্রুত শুনানি? কোনও শর্টকাট চলবে না। এই মামলার আবেদনে জরুরি ভিত্তিতে শোনার মতো কোনও কারণ আমি দেখছি না।' সঙ্গে বিচারপতি সুজিত বসুর আইনজীবীকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'প্রয়োজন মনে হলে আপনারা জামিনের আবেদন করুন।' বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'কোনও শর্টকাট দেখছি না, নইলে জামিন নিন।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্তে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বেআইনি ভাবে চাকরিপ্রাপকদের নাম সুপারিশ করার অভিযোগ রয়েছে সুজিতের বিরুদ্ধে। ইডি সূত্রে খবর, সেই তালিকায় কমবেশি ১৫০ জন চাকরিপ্রার্থীর নাম রয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গিয়েছে বলে মনে করছে ইডি। তাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যও।

বিরোধী জোটের বৈঠকে এসআইআর, ভোট-চুরি প্রসঙ্গ সিজেআইকে চিঠি দেবে ‘ইন্ডিয়া’

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: বিরোধী জোটের বৈঠকে যোগ দেয় কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম, সিপিআই-সহ ২৫টি বিরোধী দল। সোমবার বেলা ১২টায় দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বৈঠক শুরু হয়। প্রায় ঘণ্টা তিনেক বৈঠক চলার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন বিরোধী জোটের নেতারা। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে জানান, পাঁচটি বিষয়ে একমত হয়েছে ‘ইন্ডিয়া’-র শরিক দলগুলি।

‘ইন্ডিয়া’-র ভবিষ্যৎ কর্মসূচির কথাও জানান খাড়্গে। তিনি জানান, ভোট-চুরি, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে চিঠি দেবে বিরোধী দলগুলি। তা ছাড়া নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং সিবিএসই-কাণ্ডে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেছে ‘ইন্ডিয়া’। তা ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জনজীবনের নানা সমস্যা নিয়ে সর্বদল বৈঠকের ডাক দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে আর্জি জানাবে বিরোধী দলগুলি।

এর পাশাপাশি ‘ইন্ডিয়া’-র অন্তর্ভুক্ত দলগুলি দু’মাস অন্তর বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরের বৈঠকটি হবে অগস্ট মাসে, হায়দরাবাদে। সংসদের অধিবেশন চললে কক্ষ সমন্বয়ের জন্য প্রতি দিন বৈঠকে বসবেন বিরোধী সাংসদেরা।

সোমবার তৃণমূলের তরফে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়াও সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র অখিলেশ সিং যাদব, আরজেডির তেজস্বী যাদব, এনসি-র ওমর আবদুল্লাও বৈঠকে যোগ দেন।

ফের অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য

ভারতীয়দের অবিলম্বে ইরান ছাড়ার নির্দেশ নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: নতুন করে ধুন্ধুমার সংঘাত শুরু হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। লেবাননে আগ্রাসনের প্রতিবাদে রবিবার রাতে ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। পালটা জবাব দিচ্ছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সেনা। এই অবস্থায় নতুন করে নির্দেশিকা জারি করল ভারত সরকার। ওই নির্দেশিকায় ইরানে থাকা সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে অবিলম্বে ওই দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে যাঁরা ইরানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন, বিপদ এড়াতে তাঁদেরও তা বাতিল করতে বলেছে সরকার। মনে করা হচ্ছে, নতুন করে ভয়ংকর যুদ্ধের আঁচ পেয়েই ভারতীয়দের উদ্দেশে এই বার্তা দিয়েছে দিল্লি।

বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে ভারতের তেহরান দূতবাসের তরফে এই নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘এই অঞ্চলের এখনকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি দূতাবাসের জরুরি নির্দেশিকা, আপাতত ইরানে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করুন। এছাড়া ইরানে থাকা সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের বলা হচ্ছে যে অবিলম্বে এই দেশ ছাড়ুন।’ উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ বাহিনী ইরান আক্রমণ করে। তার পর থেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী একাধিক বিবৃতি জারি করে ভারতীয় দূতাবাস নানা পরামর্শ দিয়েছে।

ইরানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে দেশটির রাজধানী তেহরানের পাশাপাশি ইসফাহান, তাবরিজ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিস্ফোরণের শধ শোনা গিয়েছে। তেহরানের পশ্চিমে কারাজেও বড় বিস্ফোরণ ঘটেছে। ইজরায়েলের সেনা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, তাদের বিমানবাহিনী সম্প্রতি পশ্চিম ও মধ্য ইরানের সামরিক ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করেছে। এদিকে হামলার জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইরানের আকাশসীমা।

গত এক মাসে যুদ্ধ অনেকটাই থিতিয়ে গিয়েছিল। যদিও শান্তিচুক্তির শর্তে কিছুতেই একমত হচ্ছিল না ইরান ও আমেরিকা। অন্যদিকে ইজরায়েল লেবাননে আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছিল। তার প্রতিবাদেই রবিবার রাতে ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল ইরান। অন্তত ১০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এর পরেই ইজরায়েল পাল্টা জবাব দেওয়া শুরু করে। দুই দেশই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় রেখেছে। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানে হামলা না-চালানোর জন্য ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে অনুরোধ করবেন তিনি। তার পরেও সোমবার ইজরায়েলি বাহিনী ইরানে হামলা চালিয়েছে। সংঘর্ষ বিরতিতে দাঁড়ি টেনে এই যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের শান্তিকে আরও বহুদূর ঠেলে দিল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ফিলিপিন্স

ম্যানিলা, ৮ জুন: ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপিন্স। সোমবার সকালে অনুভূত হওয়া এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৭.৮। কম্পনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বহু বাড়ি ধসে পড়ে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৩২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত আরও অনেকে। পাশাপাশি বড়সড় এই কম্পনের জেরে জারি করা হয়েছে সুনামি সতর্কতা।

জানা গিয়েছে, এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ফিলিপিন্সের মিন্দানাও দ্বীপের কাছে। শক্তিশালী এই ভূমিকম্পের পরপরই ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া, জাপান-সহ এশিয়ার উপকূলীয় এলাকাগুলিতে উচ্চ সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) এবং জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (জিএফজেড)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থানীয় সময় সকাল ৭.৪০ মিনিটে প্রথম ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুলাওয়েসি এবং উত্তর মালুকু প্রদেশেও ব্যাপক কম্পন অনুভূত হয়। বড়সড় এই ভূমিকম্পের পর ফিলিপিন্স প্রশাসনের তরফে দেশবাসীর উদ্দেশে সতর্কতা জারি করেছে সেখানকার সরকার।

দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় নাগরিকদের উপকূল থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীকে দ্রুত কোনও উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার কথা জানিয়েছে সেখানকার সরকার। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই ভূমিকম্পের জেরে ৩ মিটার পর্যন্ত উঁচু সুনামি ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে ফিলিপিন্সের উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে। সুনামির ঢেউ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, গুয়াম, পাপুয়া নিউ গিনি এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ কয়েকটি দেশেও আছড়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এছাড়াও রবিবার রাতে বড়সড় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে ভুটানে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৫.৮। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল রাজধানী থিম্পু। ভুটানের সীমান্তবর্তী অঞ্চল ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় কম্পন অনুভূত হয় ভারত, চিন, বাংলাদেশ এবং নেপালের বেশ কিছু এলাকায়। উত্তরবঙ্গের এলাকাগুলির পাশাপাশি অসম এবং মেঘালয়েও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

বহু দেশের তুলনায় ভারতে ‘সস্তা’ এলপিজি

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: তিন মাসে দু’বার বেড়েছে রান্নার গ্যাসের দাম। সাম্প্রতিক বৃদ্ধি সিলিন্ডার-পিছু ২৯ টাকা। ফলত, চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও যেটা বিচার্য, সেটা হল, দাম বাড়লেও বিশ্বে অনেক দেশের তুলনায় ভারতে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম অনেকটাই কম। এমনকী সর্বনিম্ন মূল্যের তালিকায় অন্যতম। কেন্দ্রীয় সরকারেরও দাবি সেটাই। ভারতের এলপিজি আমদানি মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় সৌদি কনট্র্যাক্ট প্রাইস (সিপি) মেনে। এই সিপি-ই হল এক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট জ্বালানি সংক্রান্ত গ্লোবাল বেঞ্চমার্ক তথা বিশ্বব্যাপী মাপকাঠি। আর তা অনুযায়ী চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ধরলে ভারতের ক্ষেত্রে মূল্য অন্তত ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CORRIGENDUM NOTICE
NIT NO. WBMAD/ULB/RSM/WS/17/26-27 Dt. 21.05.2026
Tender Title : WBMAD/ULB/RSM/WS/17/26-27
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RSM/WS/17/26-27
Tender ID : 2026_MAD_1025155_1
Sub: Corrigendum of date extension.
Name of work: Annual maintenance, servicing and overhauling for dewatering pumps with motors and panel boxes within Rajpur Sonarpur Municipality.
Previous Bid submission Last Date: Last Date of submission- 08.06.2026 at 17:30 Hrs.
Date of Opening- 10.06.2026 at 17:30 Hrs.
Proposed Bid submission Last Date: Last Date of submission- 13.06.2026 at 17:30 Hrs.
Date of Opening- 15.06.2026 at 17:30 Hrs.
Sd/- Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM
1) WBMAD/ULB/BM/PW/Own Fund/NIT 04/2026 2027 Memo No:-571/PWD/BM/2026-2027, Dated-05.06.2026
Number of Work:-17 (Twenty) No. 1-17
Name of work. Different types of civil works under Bolpur Municipality.
2) WBMAD/ULB/BM/PW/15 Finance Scheme/NIT 05/2026 2027 MemoNo:-591/PWD/BM/2026-2027, Dated-08.06.2026
Number of Work-1 (One) Sl. No. 1
Name of work. Construction of Concrete Platform and shifting of conservancy mixed garbage and barricading vacant land by bamboo fencing infront of interim CPU and service road of Dumping ground at Khoskadampur under Bolpur under Bolpur Municipality.
Last Date of Submission 25.06.2026 at 09:00 AM for details see Bolpur Municipality .Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচএমসি নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
	দুইটি পোর্টেবল স্টেশনারি কমপ্যাক্টর এবং দুই হুক লোডার মেরামতি এবং এগারোটি পোর্টেবল স্টেশনারি কমপ্যাক্টর এবং চার হুক লোডার পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ তিন বছরের জন্য (২য় কল)।	০৮/কনস/২৬-২৭, তারিখ -০৫.০৬.২০২৬

টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইনে) : ২২.০৬.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১৮(২)/২৬-২৭
৮.৬.২৬
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-হাওড়া পৌর নিগমের পদ্মপুকুর হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কসে ৩ (তিন) টি কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিক তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ০৪.০৬.২০২৬, সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ২৫.০৬.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত
এনআইটি নং HMC/HWW/P-02/2026-27 তারিখ : ০৪.০৬.২০২৬
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in.
১৭(৩)/২৬-২৭
৮.৬.২৬
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028
DUM DUM MUNICIPALITY HAS published E-tender in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Management Contract of Dum Dum Municipal Specialised Hospital & Cancer Research center (Expansion Project), for running this Expansion Project in the greater interest of the public at large for a period of 10 Years vide memo no 233/DDM/GEN/27-28, Dtd 05/06/2026. Published on 08/06/2026. The Last date for dropping Bids is 23/06/2026. Technical Bids opening is on 25/06/2026. Pre-bid Meeting date is 15/06/2026.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 53(2nd Call), 93 to 97/2026-2027, Dated- 08-06-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for Civil an Electrical works at Hooghly, Puruba Medinipur, Murshidabad and Burdwan District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **09-06-2026 after 09.00 am.** Bid submission end date- **16-06-2026 & 25-06-26 upto 3.00 pm.**
Date: 08.06.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ডেপুটি চিফ অপারেশনস ম্যানেজার (ও অ্যান্ড এম), মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে/কলকাতার গ্রিন লাইন করিডোরে ০৪ (চার)টি এসজি-৩ ক্যাটেগরির স্টেশন যথা সেন্ট্রাল পার্ক/সিটি সেন্টার/ফুলবাগান/বেঙ্গল কেমিক্যাল-এ কমিশনের ভিত্তিতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগ। **কাজের মেয়াদ ঃ** ০১ (এক) বছর। **দরপ্রস্তাব দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ০৯.০৬.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। **বায়না অর্থঃ** ৫,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ১,১৮০/- টাকা। **সিকিওরিটি ডিপোজিট ঃ** ২৫,০০০ টাকা। **টেন্ডার আহ্বানকারী দপ্তর ঃ** প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার-এর কার্যালয়, মেট্রো রেলওয়ে, মেট্রো রেল ভবন (৮ম তল), ৩৩/১, জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ **https://www.mtp.indianrailways.gov.in**
টেন্ডার নং এবং তারিখ ঃ মেট্রো/ডিভ/ও অ্যান্ড এম/এসটিবিএ/২০২৬/১, তারিখ ০৮.০৬.২০২৬
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ময়দান

সুথার-সুন্দরের ঘূর্ণিতে নাজেহাল আফগানিস্তান! বিশাল জয় ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবগঠিত ভারতীয় টেস্ট দলের জন্য এই ম্যাচ ছিল আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার মঞ্চ। আর সেই মঞ্চেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে নজর কাড়লেন অভিষিক্ত স্পিনার মানব সুথার। তাঁর ঘূর্ণির জাদুতেই আফগানিস্তানকে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়ে ৩০০ রানের বিশাল ব্যবধানে টেস্ট জিতল ভারত। যদিও এই ম্যাচ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও শ্রীলঙ্কা সফরের আগে ভারতীয় শিবিরের জন্য এই জয় নিঃসন্দেহে বড় প্রাপ্তি।

প্রথম ইনিংসে ভারত ব্যাট হাতে একতরফা আধিপত্য বিস্তার করে। অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বে ব্যাটাররা বড় রান সংগ্রহ করেন এবং দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের স্কোর পৌঁছে যায় পাহাড়প্রমাণ উচ্চতায়। তৃতীয় দিনের শুরুতে ৫৬৪ রানে ইনিংস ঘোষণা করে ভারত। সেই বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেই চাপে পড়ে আফগানিস্তানের ব্যাটিং বিভাগ।

ম্যাচের দ্বিতীয় দিন থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন মানব সুথার। দেশের হয়ে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে তিনি শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী বোলিং করেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে আফগানদের ব্যাটিংয়ে ধাক্কা দেন। তৃতীয় দিনের সকালে আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন তরুণ এই বাঁহাতি স্পিনার। ধারাবাহিকভাবে উইকেট তুলে নিয়ে আফগান ব্যাটারদের সম্পূর্ণ অসহায় করে দেন তিনি।

প্রথম ইনিংসে ২২ ওভার বল করে মাত্র ৩৩ রান খরচায় ৬ উইকেট নেন সুথার। টেস্ট অভিষেকে এমন পারফরম্যান্স যে কোনও বোলারের কাছেই স্বপ্নের সমান। তাঁর নিখুঁত লাইন-লেন্থ এবং টার্নের সামনে আফগান ব্যাটাররা কোনও উত্তর খুঁজে পাননি। ফলে ৫৬৪ রানের জবাবে মাত্র ১৫২ রানেই গুটিয়ে যায় আফগানিস্তানের প্রথম ইনিংস।

এরপর ভারতীয় অধিনায়ক শুভমান গিল কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ফলো-অন করানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসেও আফগানিস্তানের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বরং ভারতীয় স্পিন আক্রমণের সামনে আরও বেশি বিপর্যস্ত দেখায় তাদের। মানব সুথার দ্বিতীয় ইনিংসে একটি উইকেট নিলেও বাকি কাজটা দক্ষতার সঙ্গে সামলান কুলদীপ যাদব ও ওয়াশিংটন সুন্দর। কুলদীপ ৩টি এবং সুন্দর ৪টি উইকেট নিয়ে আফগানদের দ্বিতীয় ইনিংস দ্রুত শেষ করে দেন।

আফগানিস্তানের ব্যাটিং পারফরম্যান্স এই ম্যাচে হতাশাজনকই ছিল। প্রথম ইনিংসে ওপেনার সিদ্দিকুল্লা অটল ৪২ রান করে কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিলেন। রহমানুল্লা গুরবাজও ২৪ রান করেন। কিন্তু দলের অন্য ব্যাটারদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ধৈর্য বা লড়াইয়ের মানসিকতা দেখা যায়নি। বিশেষ করে বিশাল রানের চাপে পড়ার পরও প্রতিরোধ গড়ে তোলার যে মানসিক দৃঢ়তা দরকার, তার অভাব স্পষ্ট ছিল।

বল হাতে ৪ উইকেট, ব্যাট হাতে ঝড়, মালদাকে হারিয়ে জয় রাঢ়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঙ্গল টি-টোয়েন্টি লিগ সিজন ৩-এ সোমবার ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সোবিসকো স্ম্যাশার্স মালদাকে ৫ উইকেটে পরাজিত করল শ্রাচি রাঢ় টাইগার্স। ব্যাট ও বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন শাহবাজ আহমেদ। তাঁর অলরাউন্ড নৈপুণ্যেই গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নিল রাঢ় টাইগার্স। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় সোবিসকো স্ম্যাশার্স মালদা। তবে শুরু থেকেই রাঢ় টাইগার্সের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে চাপে পড়ে যায় মালদার ব্যাটিং লাইন-আপ। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে তারা। ইনিংসের মাঝামাঝি সময়ে কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন বিকাশ সিং সিনিয়র। তিনি ২২ বলে ৩৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন এবং দলের সর্বোচ্চ স্কোরার হন। কিন্তু অন্য প্রান্তে কোনও ব্যাটার বড় ইনিংস খেলতে না-পারায় মালদা বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয়।

রাঢ় টাইগার্সের বোলিং আক্রমণের নেতৃত্ব দেন শাহবাজ আহমেদ। নিজের চার ওভারের স্পেলে মাত্র ১৫ রান খরচ করে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন তিনি। তাঁর নিখুঁত লাইন ও লেংথের সামনে মালদার ব্যাটাররা কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন। এছাড়া রোহিত কুমার ও দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায় দু’টি করে উইকেট নিয়ে দলকে শক্ত ভিত এনে দেন। শেষ পর্যন্ত ১৯.৪ ওভারে ১১৭ রানে অলআউট হয়ে যায় মালদা। ১১৮ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রাঢ় টাইগার্স শুরু থেকেই ইতিবাচক ক্রিকেট খেলে। যদিও তারা কয়েকটি উইকেট হারায়, তবুও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতেই রাখে। ওপরে উঠে এসে দ্রুত রান তোলার দায়িত্ব নেন শাহবাজ আহমেদ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice inviting Tender
Tenders are invited from Bonafied resourceful and financially sound agencies with valid credential against eNIT 01 OF 2026-27 of the undersigned vide Tender ID. **2026_HSD_1026823_1.** Details may be had from the Notice Board, O/o the undersigned on all working days within office hours. Bid Submission closing (Online):18.6.2026 up to 11-00 am. (website: **http://wbtenders.gov.in).** Sd/-TANMOY SAHA, Executive Engineer, Kolkata North-I Divn, HD
ICA- T9590(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Corrigendum Notice
Ref. Tender ID No. 2026_MAD_5014590_1 & 2026_MAD_5014635_1. Last date of submission: 17.06.2026 at 01.00 p.m. Ref. Tender ID No. 2026_MAD_5014626_1 & 2026_MAD_5014645_1. Last date of submission: 24.06.2026 at 01.00 p.m. Interested Bonafide bidders are requested to visit for details https://tenders.wb.gov.in Sd/- EXECUTIVE ENGINEER, MED, BIRBHUM Div. DIVISION
ICA- T9624(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
Online tender of e-NIT No.-01 of 2026-27 is being invited by the undersigned for the works vide Tender ID No.-2026_WBPWD_5015078_1 to 2026_WBPWD_5015078_3 from Bonafide Outsiders. Details will be obtained from the website **https://tenders.wb.gov.in** and office Notice Board. Bid submission end date for Sl. No 01 & 02 (online) – 15/06/2026 and Bid submission end date for Sl. No 03 (online) – 22/06/2026. Sd/- S.K. Sarkar Executive Engineer Hooghly Hwy. Divn.-II P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T9600(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender ID – 2026_WBPWD_5015024_1,2,3 & 4
AE, Sainthia Highway Sub-division, P.W. (Roads) Directorate, invites Online Tender for the work of – Patch repairing work from 16.86 kmp to 18.66 km in stretches at Chowhatta Hatia Sainthia Road and three (3) others under Sainthia Highway Sub-Division of Birbhum Highway Division-I in the District of Birbhum during the year 2026-27. Bid submission Start date – 05/06/2026 at 11:00 a.m. and Bid Submission closing date – 24/06/2026 at 2:00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT may be downloaded from– **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Sainthia Highway Sub-division, P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T9625(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD E-QUOTATION NOTICE
TENDER ID-2026_WBPWD_5015077_1
Sealed Bids are invited against NIQ No: WBPWD/AE/KMCHSD/NIQ-01e/2026-27 for “Temporary Erection of Dias and Pandals in connection with the Birth Day Celebration of Dr. Bidhan Chandra Roy in the campus Medical College & Hospital, Kolkata during the year 26-27.” Bid submission start date is 10.06.2026 from 11.00 AM and closing date 17.06.2026 upto 2.00 PM. Details are available in tenders.wb.gov.in & www.pwdwb.gov.in as well as at the office of the Assistant Engineer, Kolkata Medical College Hospital Sub-Division, P.W.D., 33A Eden Hospital Road, Kolkata-700073. Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., Kolkata Medical College, Hospital Sub-Division.
ICA- T9593(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites online e-Tender for the work of “Annual comprehensive servicing and preventive maintenance of Split, Ductable / Concealed Split type Air Conditioning machines installed at Chandannagar S.D.O’s office building and Bungalow and Chandannagar Sub-Divisional Court (Child Friendly POCSO court) under Chandannagar Electrical Section-I, P.W.D. eNIT No. WBPWD/EE/HED/NIeT-57 of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015089_1. Bid submission start date (online): 05/06/2026 from 5.00 P.M. Bid submission closing date (online): 15/06/2026 upto 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Hooghly Electrical Division
ICA- T9598(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-N.I.T No- WBIW/EE/UDD/e-NIT-03/2026-27
Online Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of W.B. from the bonafide agencies for the work : M/R to temporary pump houses at 6- vent Fatesha Sluice over L/B of KCA Khal under New Barrackpore Municipality in P.S New Barrackpore, at Sree Bhavan Birati over L/B of LL'L2K Khal, under North Dum Dum Municipality in P.S Nimta, at Natun Rasta More under Panihati Municipality in P.S Ghola including oiling, greasing of sluice structure at F.B Khal under Nilganj-Ichapur G.P within Barrackpore-II Block, P.S-Mohonpur, under Urban Drainage Division Dist North 24 Pgs during the year 2026-2027.” amounting to Rs. 2,64,576.00. Last date of online Bid Submission for Tender is 15.06.2026 till 3:00 p.m. Other details may be seen in the websites **www.wbtenders.gov.in** & **www.wbiwd.gov.in** and also in the office of the undersigned. Sd/- Supratim Roy, Executive Engineer Urban Drainage Divn, I &W Dte, Govt of W.B.
ICA- T9580(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-432/2026, Dated- 01/06/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for “Refixing of all window grills from inside to outside with allied civil works at Academic building at Murshidabad Medical College and Hospital, West Bengal under jurisdiction of WBMSCL during the year 2025-2026 2nd call.” Last date of submission of bid (online)- 25/06/2026 03:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on or after 10/06/2026 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to **eewbmscl.krishnajit@gmail.com** or contact with Sri Krishnajit Banerjee, Executive Engineer (Civil), WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, Land no: 033-40340359. Sd/- General Manager, WBMSCL, Addl. Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal.
ICA- T9566(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.(Roads) Directorate
Notice Inviting e-Tender
SE/WHC-II invites Date corrigendum of e-NIT No. 01 of 2026-27 of Superintending Engineer, Western Highway Circle No. II, P.W.(Roads) Directorate. Tender ID: 2026_WBPWD_5013837_1. Bid Submission End Date to be read as 17.06.2026 up to 02.00 P.M. in place of 08.06.2026 up to 02.00 P.M. Sd/- SE/WHC-II, P.W.(R) Dte.
ICA- T9609(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No : 02/EE/O&M-VI/W&S/KMDA/2026-27
e-Tender is invited by Executive Engineer, (O&M-VI), GRWW, W & S Sector, KMDA, P.O.- Bidhangarh, Kolkata-700066, from eligible, experienced and resourceful contactors, for the work, **Name of work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion**, Repairing and renovation of 900mm dia MS Pipe Carrying bridge over Gopalpur Khalepole near Pier No 95 along B.B.T. Road Maheshtala Municipality., Rs.4,67,847/-, Rs.9,400/-, 30 Days, **End date & time of online Bid Submission:** 22.06.2026 at 18:45 Hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-83)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T9584(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Bankura Highway Division, Public Works (Roads) Directorate invites online e-Tender for 1 no of work through e-NIT No. 03 of 2026-27 of the Executive Engineer, Bankura Highway Division, P.W. (Roads) Directorate. Tender ID: 2026_WBPWD_5015094_1, Bid submission start date (online) : 12-06-2026 at 10:00 A.M. Bid submission closing date (online) for work under SL No.01: 19-06-2026 up to 2:00 P.M. Corrigendum, if any, will only be published accordingly. Details of NIT and NIT documents may be downloaded from:-http:// https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Bankura Highway Division, Public Works (Roads) Directorate.
ICA- T9603(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub-Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-10/2026-27 with Tender ID-2026_WBPWD_5015095_1 for “Special repairing and renovation of old electrical installations at proposed visitors area, modular kitchen and balcony at Second Floor South-West Block of Main Building of Lok Bhavan Kolkata in parity with related Civil renovation works.” Last date of bid submission is 18.06.2026 upto 1.00 p.m. Other details may be seen at Website : http://www.tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division
ICA- T9608(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Date Corrigendum
e-NIQ No. 14/Q of 2026-27
Sealed Quotations are invited by the Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D., from Bonafide, resourceful & reliable contractors having requisite Electrical Supervisor’s Certificate of Competency in all applicable Parts or equivalent National Supervisors’ Certificate of Competency and experience in similar nature of work for “Procurement and Installation of 03 (Three) 2 TR, Split Type air-condition machines for server room (400 sq. Ft.) of W.B.G. press Alipore unit at Kadapara.” E-Tender Id is 2026_WBPWD_5014340_1. Closing Date: 16.06 .2026. Detailed information will be available in the website http://www.pwdwb.in & from above office. Sd/-K.K.Mitra, Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D.
ICA- T9596(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No : 57/SE/C-II/R&B/KMDA/W-28 (Part-VIII) of 2025-2026 (2nd Call)
Tender ID:- 2026_KMDA_1026440_1
e-Tender is invited by the Superintending Engineer, Circle-II, R&B Sector, KMDA, Block-A, 7th floor, Unnayan Bhavan, Bidhan Nagar, Kolkata-700091, from bonafide, reliable, experienced & resourceful firms / individuals contractors, Joint Venture, Consortium for the work, **Name of the Work, Value of the work, Earnest Money, Time of Completion,** Minor repairing, Upkeeping and maintenance of carriageway of Derozio / Durgapur ROB, Samprity Flyover and Shoni Mondir Bridge over Keorapukur Khal under South Divn. R & B Sector, KMDA for a period from dated 01/04/2026 to 31/03/2027 (365 Days)., Rs.9,72,625/-, Rs.19,453/-, 365 days, **Last date & time of Online Bid submission: 17.06.2026, Time: 14.00 hrs.** for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-104)**
www.wbtenders.gov.in
ICA- T9630(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-425/2026, Dated- 01/06/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for “Renovation of Second Floor for New Examination Hall at Academic building of Murshidabad Medical College and Hospital- Civil works.2nd call.” Last date of submission of bid (online)- 25/06/2026 03:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on or after 10/06/2026 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to **eewbmscl.krishnajit@gmail.com** or contact with Sri Krishnajit Banerjee, Executive Engineer (Civil), WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, Land no: 033-40340359. Sd/- General Manager, WBMSCL, Addl. Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal.
ICA- T9567(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-421/2026, Dated-01/06/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for “SITC with AMC of 5 nos water purifier for drinking water purpose related to infrastructure requirement for ensuring safety, security and comfortability of doctors and nurses in the chhatna SSH,Bankura, 3rd call.” Last date of submission of bid (online)- 25/06/2026 2:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on or after 10/06/2026 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to **eewbmscl.krishnajit@gmail.com** or contact with Sri Krishnajit Banerjee, Executive Engineer (Civil), WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, Land no: 033-40340359. Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal.
ICA- T9558(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com
Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ৯ জুন ২০২৬ • পেজ ৮

পুষ্টি বিজ্ঞান

কর্মসংস্থান করতে পারে

ড. জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

কিছুদিন হলো মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা হয়েছে ।উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি শেষ পর্যায়ে। বলা যেতে পারে ভর্তি শেষ ।মাধ্যমিককে সাতটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে আর সব বিষয় পড়ার প্রয়োজন নেই। উচ্চ মাধ্যমিক হলো ছাত্র ছাত্রীদের পেশাগত জীবনের প্রবেশ দ্বার। সেখানে নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যৎ গড়া যায়। উচ্চ মাধ্যমিকে বাংলা এবং ইংরেজি কমপলসারি বিষয়। অর্থাৎ এই দুটি বিষয় সবাইকে নিতে হবে। এরপর যার যার ভবিষ্যতের কথা এবং পছন্দ এবং আগ্রহ এবং ভবিষ্যৎ পেশার কথা ভেবে চারটি ঐচ্ছিক বিষয় পড়ার সুযোগ রয়েছে। এই চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি আবশ্যিক ঐচ্ছিক এবং অপর একটি বিষয় অপশনাল ঐচ্ছিক বিষয়। অতীতে বিজ্ঞান, কলা এবং বাণিজ্য এই তিনটি ভাগে বিষয় নিতে হতো। বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীরা সাধারণত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত এবং জীব বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করতো। কলা বিভাগে ছিলো ইতিহাস, ভূগোল , দর্শন, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সংস্কৃত, শিক্ষা বিজ্ঞান, অ্যানথ্রোপোলোজি ইত্যাদি। আর বাণিজ্য বিভাগে অ্যাকাউন্টেন্সি, বিজনেস স্টাডিস, কমার্শিয়াল ল এন্ড প্রিলিমিনারিস অব অডিটিং, স্টাটিকটিস, কস্টিং এন্ড ট্যাক্সেশন ইত্যাদি। এছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক ভোকেশনালের অনেক বিষয় আছে, যা নিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে পারে। এছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিকে রয়েছে, পুষ্টি বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা, পরিবেশ বিজ্ঞান, কম্পিউটার এপ্লিকেশন, মডার্ন কম্পিউটার এপ্লিকেশন, জার্নালিজম এন্ড মাস এডুকেশন, ইকোনোমিকস, সাইন্স অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি ইত্যাদি। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ গড়ার অনেক বিষয় আছে যা আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা এ বিষয়ে অজ্ঞ। আর এসব বিষয় গুলি কোনো একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া উচ্চ মাধ্যমিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'সেট' নির্বাচন। উচ্চ মাধ্যমিকের সমস্ত বিষয় গুলিকে তিনটি 'সেট'-এ ভাগ করা হয়েছে। কোন 'সেট'-এ কি কি বিষয় আছে, তা দেখে বিষয় নির্বাচন করতে হয়।

এবার সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে যে যে বিষয় আছে , ছাত্র ছাত্রীরা তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সেখানে ছাত্র ছাত্রীদের নিজের মনের ইচ্ছার বিষয় নির্বাচন করতে পারে

না। আর একটা বিষয় উচ্চ মাধ্যমিকে দেখা যায়, বহু ছাত্র ছাত্রী শুধু উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করাটাই তাদের কাছে প্রধান। তারপর হয়তো পড়াশোনায় ইতি হয়ে যায়। আজকে আমি যে বিষয়ে আলোকপাত করতে যাচ্ছি, তা হলো ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের কথা। উচ্চ মাধ্যমিকে বিষয় নির্বাচনের উপর ছাত্র ছাত্রীদের ক্যারিয়ার নির্ভর করে। তাই কেউ যদি সাংবাদিকতা পেশা হিসাবে নিতে চায়, তাকে যে স্কুলে এ বিষয়টি পড়ানো হয়, সেখানে ভর্তি হতে হবে। সাংবাদিকতায় এখন কর্মসংস্থানের অনেকটা সুযোগ রয়েছে। আবার কেউ যদি পুষ্টি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় ,তাকেও যে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পুষ্টি বিজ্ঞান আছে, সেখানে ভর্তি হতে হবে।

পুষ্টি বিজ্ঞান বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় সাবজেক্ট। এই বিষয়টি বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ খুলে দিতে পারে। বর্তমানে মানুষ খুবই স্বাস্থ্য সচেতন। তাই নিজেদের সুস্স্থতার কথা ভেবে মানুষ খাওয়া দাওয়া করে। কিন্তু তাদের হয়তো সঠিক পুষ্টির জ্ঞান নেই। তাই সাধারণ মানুষের পুষ্টি কি হবে বা কি হওয়া উচিত তা সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ প্রবল। তাই পুষ্টি বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক এবং পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি এবং হাতে কলমে শিখে একজন পুষ্টিবিদ হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এছাড়া বর্তমানে ক্রীড়া জগতে একজন খেলোয়াড়ের, তার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যতটা অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ তার সঠিক পুষ্টি। কারন সঠিক পুষ্টি যেমন একজন সাধারণ মানুষকে সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন দিতে পারে, তেমনি উপযুক্ত সুষম পুষ্টি গ্রহণ করলে একজন খেলোয়াড় তার দক্ষতার শীর্ষে পৌঁছাতে পারে।

বিভিন্ন হাসপাতাল, নার্সিংহোমে এক বা একাধিক পুষ্টিবিদ বা পুষ্টি বিজ্ঞানী থাকে, যারা বিভিন্ন ধরনের রোগীর খাবার কেমন হবে সে বিষয়ে তারা খাবার নির্বাচন করে দেয়। তাছাড়া বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে কোন কোন খাদ্য খাওয়া যাবে না তাও পুষ্টিবিদেরা নির্ণয় করে দিয়ে থাকেন। তাহলে বুঝতে পাচ্ছেন, পুষ্টি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলে আপনি হয়তো কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবেন।

দ্বিতীয়ত, খেলার জগতে বর্তমানে সারা বিশ্বে কোটি কোটি ডলার খরচ করা হয়। আর সেখানে খেলোয়াড়েরা তাদের দক্ষতা বা পারফরম্যান্স উন্নত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। কঠোর পরিশ্রমের সাথে যদি সঠিক পুষ্টি শরীর না পায়, তবে খেলোয়াড় ধীরে ধীরে দুর্বল হবে এবং তার দক্ষতা হারিয়ে যাবে। তাই বর্তমানে জাতীয় দলে একজন করে পুষ্টিবিদ রাখা হয়। দুটো মানুষ যেমন আকার, আকৃতি, দক্ষতায় এক হয়না, তাই তাদের খাবারও এক হবে না। আর কোন খেলোয়াড়ের কি খাদ্য প্রয়োজন,, তা দেখার দায়িত্ব পুষ্টিবিদের। তিনি খেলোয়াড়ের শারীরিক আকার, দক্ষতা, খেলার ধরন অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচন করে দিলে, খেলোয়াড় তার সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখাতে পারবে। তাই বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ভাবেও একজন পুষ্টিবিদ রেখে তার পরামর্শ মতো খাদ্য নির্বাচন করে গ্রহণ করে। তাতে তার দক্ষতা বা পারফরম্যান্সের উন্নতি ঘটে।

খাদ্যের ছয়টি উপাদান। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন খনিজ লবণ এবং জল। ক্যালোরি মেপে আমাদের খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন পেশার মানুষের জন্য কত ক্যালোরি খাদ্য প্রয়োজন, তা তার কাজের উপর নির্ভর করে। কম পরিশ্রম, মাঝারি পরিশ্রম এবং বেশী পরিশ্রমের মানুষের ক্যালোরি গ্রহণ বিভিন্ন মাপের হবে। তেমনি খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেও খেলার ধরন অনুযায়ী ক্যালোরি নির্ণয় করতে হয়। খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট শক্তি দেয়। ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ করে এবং খনিজ লবন হাড়ের গঠন করতে সাহায্য করে। জলের ক্যালোরি মূল্য শূন্য। অথচ মানুষের দেহে ৭০ শতাংশ জল থাকে। তাই সবাই পরিমান মতো জল না খেলে, জল শূণ্যতায় ভুগতে পারে। তাই বলা হয় জলই জীবন। পুষ্টি বিজ্ঞানের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার কর্মজীবনের পথ খুঁজে পাবে। তাই পুষ্টি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে বা পুষ্টি বিজ্ঞানের উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতাল, নার্সিংহোম কিংবা নিজস্ব চেম্বার খুলে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

ঘরে ও বাইরে: শিশুর সার্বিক বিকাশে প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার মেলবন্ধন

পার্থজিৎ বণিক

যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, শিক্ষা মানেই হলো প্রতিদিন সকালে পিঠে ভারী ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাওয়া, ক্লাসরুমের বেঞ্চে বসে শিক্ষকের কথা শোনা এবং খাতায় তা টুকে নেওয়া। আমরা ধরেই নিই, যে শিশুটি স্কুলে যাচ্ছে না, সে বোধহয় কিছুই শিখছে না। কিন্তু শিক্ষা কি সত্যিই কেবল বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালে আর পাঠ্যবইয়ের পাতাতেই আবদ্ধ? প্রকৃত শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আটকে থাকে না। এটি ক্লাসরুমের ভিতরে যেমন ঘটে, তেমনি ক্লাসরুমের বাইরেও অনবরত চলতে থাকে।

বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের একটি নিজস্ব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি হলো শিশুর আনুষ্ঠানিক বা প্রথাগত শিক্ষার মূল কেন্দ্র। ক্লাসরুমে শিশু প্রথম নিয়মশৃঙ্খলা শেখে। নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে আসা, শিক্ষকের কথা মন দিয়ে শোনা, সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে থাকা, এই অভ্যাসগুলো তাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে। অক্ষর পরিচয়, গণিতের প্রাথমিক হিসাব, বিজ্ঞানের সূত্র কিংবা ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ; এসবের কাঠামোগত জ্ঞান শিশু শ্রেণিকক্ষ থেকেই লাভ করে। ক্লাসরুমে একজন দক্ষ শিক্ষক কেবল তথ্য দেন না, তিনি শিশুর মেধা ও আগ্রহ অনুযায়ী তাকে সঠিক পথ দেখান। গ্লোব ঘুরিয়ে যখন শিক্ষক পৃথিবীর মানচিত্র চেনান, তখন শিশুর মনে এক নতুন জগতের জানালা খুলে যায়।

তবে, কেবল চার দেওয়ালের মাঝেই যদি শিক্ষাকে আটকে রাখা হয়, তাহলে তা হয়ে ওঠে পুঁথিগত এবং অনেকাংশেই মুখস্থবিদ্যা-নির্ভর। এখানেই আসে

প্রকৃতির চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ নেই। বইয়ের পাতায় ভূগোলের সংজ্ঞা পড়ার চেয়ে, খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে মেঘের আনাগোনা দেখা, বৃষ্টির জলে মাটি ভেজার গন্ধ নেওয়া বা একটি বীজ থেকে কীভাবে অঙ্কুরোদ্গম হয় তা স্বচক্ষে দেখা;শিশুর মনে অনেক বেশি স্থায়ী রেখাপাত করে। পরিবেশ সচেতনতার পাঠ কেবল বই পড়ে হয় না। যখন কোনো শিশু নিজের হাতে গাছ লাগায় বা 'জল ধরো, জল ভরো'- এর মতো উদ্যোগগুলো নিজের চোখে দেখে ও শেখে, তখনই প্রকৃত শিক্ষা অর্জিত হয়।

ক্লাসরুমের বাইরের শিক্ষার গুরুত্ব।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতার বিকাশ।' এই পরিপূর্ণতার বিকাশ কেবল বই পড়ে হয় না, এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব পৃথিবীর সংস্পর্শ। ক্লাসরুমের বাইরে প্রতিটি মুহূর্তই হলো শেখার এক নতুন সুযোগ।

প্রকৃতির চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ নেই। বইয়ের পাতায় ভূগোলের সংজ্ঞা পড়ার চেয়ে, খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে মেঘের আনাগোনা দেখা, বৃষ্টির জলে মাটি ভেজার গন্ধ নেওয়া বা একটি বীজ থেকে কীভাবে অঙ্কুরোদ্গম হয় তা স্বচক্ষে দেখা;শিশুর মনে অনেক বেশি স্থায়ী রেখাপাত করে। পরিবেশ সচেতনতার পাঠ কেবল বই পড়ে হয় না। যখন কোনো শিশু নিজের হাতে গাছ লাগায় বা 'জল ধরো, জল ভরো'- এর মতো উদ্যোগগুলো নিজের চোখে দেখে ও শেখে, তখনই প্রকৃত শিক্ষা অর্জিত হয়।

পাশাপাশি পরিবার হলো শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। মা-বাবার কাছ থেকে শিশু শেখে সততা, ভালোবাসা, এবং দায়িত্ববোধ। অন্যদিকে, সমাজ তাকে শেখায় কীভাবে বিভিন্ন মানুষের সাথে মিশতে হয়। খেলার মাঠে যখন শিশুরা একসাথে খেলে, তখন তারা অলক্ষ্যেই দলবদ্ধভাবে কাজ করা, হার মেনে নেওয়া এবং অন্যকে সম্মান করার মতো দক্ষতা গুলো শিখে নেয়, যা কোনো সিলেবাসে থাকে না। ক্লাসরুমে শেখা তত্ত্ব যখন শিশু বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে, তখনই শিক্ষার বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কোনটি বেশি জরুরি; ক্লাসরুমের শিক্ষা নাকি বাইরের শিক্ষা? উত্তর হলো, দুটোরই সমান প্রয়োজন রয়েছে।

ক্লাসরুম শিশুকে তত্ত্ব শেখায়, আর বাইরের পৃথিবী তাকে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ করতে শেখায়। ক্লাসরুম শিশুকে দেয় তথ্য, আর বাইরের পরিবেশ তাকে দেয় সেই তথ্যকে জ্ঞানে রূপান্তর করার অভিজ্ঞতা। একটি পাখির যেমন উড়তে গেলে দুটি ডানার প্রয়োজন, তেমনি একটি শিশুর 'সার্বিক বিকাশ' এর জন্য প্রথাগত এবং বাস্তবমুখী; উভয় শিক্ষারই সুষম মেলবন্ধন অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষা কোনো চার দেওয়ালের বন্দি বিষয় নয়, এটি এক নিরবচ্ছিন্ন ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। একজন ভবিষ্যৎ শিক্ষক, সচেতন অভিভাবক এবং সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমাদের সবার উচিত শিশুদের কেবল বইয়ের পাতায় আটকে না রাখা।

তাদের প্রশ্ন করতে দিন, চারপাশের জগতকে পর্যবেক্ষণ করতে দিন। খাতায় আঁকা ছবির রঙের বাইরেও যে পৃথিবীতে কত রং ছড়িয়ে আছে, তা তাদের দেখতে দিন। যেদিন আমরা বুঝতে পারব যে, শিক্ষা শ্রেণিকক্ষের দরজা পেরিয়ে খেলার মাঠ, পরিবার, সমাজ এবং প্রকৃতির বিস্তীর্ণ আঙিনায় ছড়িয়ে আছে, সেদিনই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে। আসুন, আমরা আমাদের শিশুদের জন্য এমন এক মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলি, যেখানে তারা কেবল পরীক্ষার্থী নয়, বরং জীবনের সত্যিকারের শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে।

মুড়ি ভেজে স্বনির্ভর

প্রভুদান হালদার

'ঝালমুড়ি কি এখানেও পৌঁছে গিয়েছে নাকি ? নেদারল্যান্ডসেও বাংলার কথা মোদীর' শীর্ষক সংবাদে (১৭মে, একদিন) পড়লাম-ঝাড়গ্রামে ভোটের প্রচারে এসে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ঝালমুড়ি আমি খেয়েছি, ঝাল লেগেছে তৃণমূলের।' এ বার পশ্চিমবঙ্গ জয়ের পরে নেদারল্যান্ডসে গিয়েও সেই ঝালমুড়ির কথা শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মুড়ি নিয়ে দু'চার কথা--মুড়ি মূলত পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য। এখন অন্যান্য দেশ মুড়ির প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে। মা প্রায়ই নিজে মুড়ি ভাজত। পূর্বে গ্রামে সকালের টিফিন ছিল পান্তা। মুড়ি ছিল তুলনায় ভদ্রস্থ টিফিন। বিকালে শুকনো মুড়ি সরষের তেল-পিঁয়াজ সহযোগে টিফিন। সকালে চায়ের গ্লাসে মুড়ি ভিজিয়ে খেতাম। এখন সকালে মুড়িসহ চা কদাচিৎ হলেও বিকালে চপসহ মুড়ি এখনও প্রচলিত।

কয়েক বছর আগে দেখলাম ধবধবে সাদা বিশালাকৃতি ডিস্কো মুড়ি বাজারে এসে গেছে। এই মুড়ির চাহিদাও বেশি। জানা গেল তা ক্ষতিকারক ইউরিয়া দিয়ে ভাজা। ১৫- ২০ গ্রাম মুড়ি ৫০ মিলি শুদ্ধ জলে ভিজিয়ে ছেঁকে, এই জলে ৫ মিলি ফসফেট বাফার। (পি. এইচ-৭.০) দু চামচ সোয়াবিন বীচি বা অড়হর গুঁড়ো মেশালে যদি লাল লিটমাস নীল হয় তাহলে বুঝতে হবে ইউরিয়া আছে। কয়েক বছর আগে শুরু হল বহিরাগত প্যাকেটজাত মুড়ির আমদানি। দাম তুলনায় কম। ফলে মুড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি পেল। বর্ধমানে মুড়ির চাহিদা ভাতের মতই। এখানে ভিজিয়ে খাওয়া প্রচলন। আমরা শুকনো পছন্দ করি। কিন্তু এই যান্ত্রিক যুগে শুকনো মুড়ি চিবানোর সময় কোথায়?

সুতরাং ভিজিয়ে খাওয়ার সময় কম ও স্বাস্থ্যকর। মুড়ি চিনির রসে ফেলে হচ্ছে মুড়কি। ইংরেজিতে পার্চড রাইস। মুড়ির সঙ্গে দুধ, দই, কলা, আম দিয়ে খেলে খাদ্যগুণ বহুগুণে বেড়ে যায়। ঝালমুড়ি, মশলামুড়ি, বাদাম-ছোলা মুড়ি, তরকারি সহ মুড়ি খাওয়া হয়। ডায়রিয়ায় মুড়ির জল, বা লিকার চায়ের সঙ্গে মুড়ি দেওয়া হয়। ডায়াবেটিস রোগীদের ভাত-রুটির চেয়ে মুড়ি ভাল। কারণ মুড়িতে ক্যালোরি কম। ১০০ গ্রাম মুড়িতে আছে ৩৯০ ক্যালোরি। শর্করা ৮০-৮৫ গ্রাম, প্রোটিন ৭-৮ গ্রাম, ফ্যাট ১-২.৫ গ্রাম, ডায়েটরি ফাইবার ২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৩ মিগ্রা, মিনারেল ২-২.৫ গ্রাম, ভিটামিন ই, বি, বি, বি, ফলিক অ্যাসিড, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লোহা ৬.৬ মিগ্রা, তামা, দস্তা, ফসফরাস ১৫০ মিগ্রা। আছে সব অ্যামাইনো অ্যাসিড।

বাদাম, গুড়, মধু, বোঁদের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে বায়োলজিক্যাল ভ্যালু বেড়ে যায়। দুধ ও মশলামুড়ির খাদ্যগুণ অনেক বেশি। মুড়ির সঙ্গে পেঁয়াজ রসুন মিশিয়ে খেলে হার্ট ভাল থাকে। খাদ্যগুণ অনেক বেড়ে যায়। মুখ, চোখ, নাকের পেশির ব্যায়াম হয়। মুড়ি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, রক্তে কোলেস্টেরল কমায়, বৃহদন্ত্র, মলাশয়, স্তন, প্রোস্টেট ক্যানসার ও বেরিবেরি প্রতিরোধ করে। পেট ঠান্ডা রাখার জন্য মুড়ি ভিজানো জল এক অনবদ্য পথ্য। মুড়ি ভিজিয়ে খেলে অ্যান্টাসিডের কাজ করে। উচ্চ রক্তচাপে নুন কম যুক্ত মুড়ি খেতে হবে।

মুড়ি তিনরকম লম্বা, মাঝারি, সরু ও গোল। মুড়ির রং হবে অফ-হোয়াইট, ধবধবে সাদা নয়। কেমিক্যাল মিশিয়ে সাদা করে ব্যবসায়ীরা। তেলেগুতে মুড়িকে বলে মোরোমোয়ালু, গুজরাতিতে - মুমড়া, কর্ণাটকিতে- কাটলেপুরি। চালের দানা ৮ গুণ ফুলে মুড়ি হয়। ওজন কমে যায় ৩৫ শতাংশ। এখন আমেরিকায় মুড়ির চাহিদা ভাল। বহুজাতিক সংস্থাগুলো মুড়ির নানা প্রোডাক্ট তৈরি করছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাসন্তীর জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র থেকে মুড়িভাজা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৫০ জন। তার মধ্যে ১৭ জন বিকাশকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে উৎপাদন করছেন। এখন উৎপন্ন হচ্ছে প্রায় ৬ কুইন্টাল মুড়ি। প্রত্যেক সদস্য মাসিক উৎপাদন - গড়ে ২.৫ কুইন্টল। আয় ৪৫ টাকা কেজিপ্র ২.৫ = ১১২৫০ টাকা। বর্তমানে যারা মুড়ি ভাজার দক্ষতা অর্জন করেছেন তারা ৩.৫ কুইন্টল পর্যন্ত উৎপাদন করছেন।

এখন মুড়ি মেকিং মেশিন এসেছে বিদেশ থেকে। মুড়ি নিয়ে আছে অনেক প্রবাদ- 'ঘুম মানে না ঢেলা বাড়ি / খিদে বাছে না চিঁড়ে-মুড়ি।' বাঁকুড়ার প্রবাদ- আঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী / মুড়ি খায় রাশি রাশি।' এত গুণ থাকা সত্ত্বেও কোনও রসিক কবি বলছেন- 'অবাক কলি বাক সরে না / গুড় দিয়ে মুড়ি পেট ভরে না।'